সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রম্

(মূল ও সংস্কৃত বঙ্গানুবাদ সমেত)

পণ্ডিত শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, নবতীর্থ
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রম্

(মূল ও সংস্কৃত বঙ্গানুবাদ সমেত)

পণ্ডিত শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, নবতীর্থ

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদিত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম নবভারত সংস্করণ ঃ- রথযাত্রা, ১৪২০
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ- ১৪২৫

ঃ গ্রন্থসত্ব ঃ
নবভারত পাবলিশার্স
৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

ঃ প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী রত্না সাহা ও সুজিত সাহা

ঃ মুদ্রক ঃ
শ্যামলী প্রিটিং
৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী

ঃ বাইণ্ডিং ঃ
মা সারদা বুক বাইণ্ডিং
৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী
কোলকাতা - ১১৮

মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

।। শ্রীঃ।।

অথ সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রম্

প্রথমোহধ্যায়ঃ

শুক উবাচ--

মেরু পৃষ্ঠে * সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পপ্রচ্ছ কেশবঃ।
কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবসি নিশ্চলা।। ১
শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গেহিনী যত্র চোজ্জ্বলা।
অকলহা স্থিতা যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্।। ২
ধান্যং সুবর্ণসদৃশং তন্ডুলং রজতোপমম্।
অন্নং চৈবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্।। ৩
যঃ সদ্‌বিভাগী প্রিয়বাক্যভাষী বৃদ্ধোপসেবী প্রিয়দর্শনশ্চ।
অল্প প্রলাপী ন চ দীর্ঘসূত্রী তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি।। ৪
যো ধর্মশীলো বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী।
অগর্বিতো যশ্চ জনাণুরাগী তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি।। ৫

লক্ষ্মীর আবাসস্থল

শুকদেব বলিলেন--ভগবান কেশব (বিষ্ণু) সুমেরু পর্ব্বতে সুখে অবস্থিত লক্ষ্মীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন--হে দেবি! তুমি কি উপায়ে মনুষ্যগণের নিকট স্থির হইয়া অবস্থান কর। ১

(লক্ষ্মীদেবী বলিলেন) হে কৃষ্ণ! যেখানে সাদা পায়রাসকল থাকে, এবং যেখানে গৃহিণী রূপবতী ও কলহশূণ্যা হইয়া বিদ্যমানা থাকেন, আমি সেইখানে বাস করি। ২

হে কৃষ্ণ! যেখানে সুবর্ণসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ধান্য, রজত বর্ণ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট চাউল এবং তুষহীন অন্ন (পকান্ন) বিদ্যমান থাকে, আমি সেইখানে বাস করি। ৩

হে কৃষ্ণ! যে পুরুষ সৎপাত্রে অন্নাদি দান করেন, প্রিয়বাক্য বলেন, জ্ঞানিগণের সেবা করেন, দেখিতে সুন্দর, অল্পভাষী, অথচ দীর্ঘসূত্রী (যে অল্পসময়ের কাজকে অনেক সময় লাগায়) নহেন, আমি সেই পুরুষে (সেই পুরুষের নিকট) সর্বদা বাস করি। ৪

যিনি ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যাবশত বিনীত, অপরকে ক্লেশপ্রদান করেন না, গর্বশূন্য, দেশের লোকের প্রতি অনুরাগ (ভালবাসা) সম্পন্ন, সেই পুরুষে আমি সর্ব্বদা বাস করি। ৫

---

* 'সুখাসীনাং ' এই পাঠই সঙ্গত বলিয়া সেই পাঠ অনুসারে অর্থ করা হইল। বোম্বাই সংস্করণে 'সুবাসীনাং' এই রূপ পাঠ আছে।

চিরং স্নাতি দ্রুতং ভূঙ্ক্তে পুষ্পং প্রাপ্য ন জিঘ্রতি।
যো ন পশ্যেৎ স্ত্রিয়ং নগ্নাং নিয়তং স চ মে প্রিয়ঃ।। ৬
ত্যাগঃ সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয়মিতি মহাগুণাঃ।
যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতঞ্চ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে প্রিয়ঃ।। ৭
সর্ব্বলক্ষণমধ্যে তু ত্যাগ এব বিশিষ্যতে।
কালে দেশে চ পাত্রে চ স চ ত্যাগঃ প্রশস্যতে।। ৮
নিত্যমামলকে লক্ষ্মীর্নিত্যং তিষ্ঠতি গোময়ে।
নিত্যং শঙ্খে চ পদ্মে চ নিত্যং শ্রীঃ শুক্লবাসসি।। ৯
বসামি পদ্মোৎপল-শঙ্খ-মধ্যে বসামি চন্দ্রে চ মহেশ্বরে চ।
নারায়ণে চৈব বসুন্ধরায়াং বসামি নিত্যোৎসব-মন্দিরেষু।। ১০
যথোপদিষ্টং গুরুভক্তিযুক্তা পত্যুর্ব্বচো নাক্রমতে চ নিত্যম।
নিত্যঞ্চ ভূঙ্ক্তে পতিভুক্তশেষং তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি।। ১১
তুষ্টা চ ধীরা প্রিয়বাদিনী চ সৌভাগ্যযুক্তা চ সুশোভনা চ।
লাবণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যাঁ পতিব্রতা যা চ বসামি তাসু।। ১২
শ্যামা মৃগাক্ষী কৃশমধ্যভাগা সুভ্রূঃ সুকেশী সুগতিঃ সুশীলা।
গম্ভীরনাভিঃ সমদন্তপঙ্ক্তিস্তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি।। ১৩

যে মানুষ স্নানে অধিক সময়, ভোজনে অল্প সময় ব্যয় করেন, পুষ্প প্রাপ্ত হইয়া তাহা আঘ্রাণ করেন না এবং যিনি উলঙ্গিনী স্ত্রীকে দর্শন করেন না, তিনি সর্বদা আমার প্রিয় হন। ৬

ত্যাগ, সত্য ও শৌচ--এই তিনটি মহৎ গুণ। যে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি এই তিনটি গুণ প্রাপ্ত হন, তিনি আমার প্রিয়। ৭

সকল লক্ষণের (গুণীর লক্ষণের) মধ্যে ত্যাগই (দানই) শ্রেষ্ঠ। আবার সেই ত্যাগ অর্থাৎ দান যদি পুণ্যকালে পুণ্যদেশে এবং সৎপাত্রে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা (দান) প্রশস্ত হয়। ৮

লক্ষ্মীদেবী আমলকীবৃক্ষে, গোময়ে, শঙ্খে, পদ্মে ও শুভ্রবস্ত্রে সর্বদা অবস্থান করেন (এই কথাটি শুকের অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তি বুঝিতে হইবে)। ৯

আমি (লক্ষ্মী) শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম ও শঙ্খের মধ্যে, চন্দ্রে, মহাদেবে নারায়ণে, পৃথিবীতে এবং যেখানে নিত্য উৎসব হয়--এমন মন্দিরে বাস করি। ১০

যে স্ত্রী শাস্ত্রোপদেশানুসারে গুরুতে ভক্তিযুক্ত, কখনও পতির বাক্য অমান্য করে না, পতির ভোজনের শেষে প্রত্যহ ভোজন করে, তাহার শরীরে আমি সর্বদা বাস করি। ১১

যে সকল স্ত্রী সন্তুষ্টা, ধীরা, প্রিয়বাদিনী, সৌভাগ্যসম্পন্না, উত্তমস্বভাবা, লাবণ্যময়ী, প্রিয়দর্শনা ও পতিব্রতা--আমি সেই সকল স্ত্রীতে বাস করি। ১২

যে স্ত্রী শ্যামবর্ণা, যাহার চক্ষু মৃগের চক্ষুর মত, শরীরের মধ্যভাগ কৃশ, উত্তম ভ্রূসম্পন্না, যাহার কেশ রমণীয়, উত্তম গমনশীলা, সুচরিত্রা, যাহার নাভি গভীর, দন্তপঙ্ক্তি সমান (উঁচু নীচু নয়) আমি সেই স্ত্রীর শরীরে নিত্য বাস করি। ১৩

যা পাপযুক্তা পিশুনস্বভাবা স্বাধীনকান্তং পরিভূতয়ে চ।
অমর্ষকামা কুচরিত্রশীলা তামঙ্গনাং প্রেতমুখীং ত্যজামি।। ১৪
পুষ্পং পর্য্যুষিতং পূতি শয়নং বহুভিঃ সহ।
ভগ্নাসনং কুনারীঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।। ১৫
চিতাঙ্গারকমস্থীনি বহ্নিং ভস্ম দ্বিজঞ্চ গাম্।
ন পাদেন স্পৃশেৎ পাদং কার্পাসাস্থি তুষং গুরুম্।। ১৬
নখকেশোদকঞ্চৈব মৈথুনং পর্ব্বসন্ধ্যয়োঃ।
বর্জয়েন্নগ্নশায়িত্বমেকাকী মিষ্টভোজনম্।। ১৭
শিরঃসু পুষ্পং চরণৌ সুপূজিতৌ বরাঙ্গনামৈথুনমল্পভোজনম্।
অনগ্নশায়িত্বমপর্ব্বমৈথুনং চিরং প্রনষ্টাং • শ্রিয়মানয়ন্তি ষট্।। ১৮
সম্মার্জনীরজো-বাতং নির্গুণ্ডীং লকুচং তথা।
রাত্রৌ বিল্বঞ্চ শাকঞ্চ কপিত্থং বর্জ্জয়েদ্দধি।। ১৯
স্বগাত্রাসনয়োর্বাদ্যমপূতং মূৰ্দ্ধপাদয়োঃ।
উচ্ছিষ্টস্পর্শনং মূর্ধ্নি স্নানাভ্যঙ্গঞ্চ বর্জয়েৎ।। ২০
শয়নঞ্চান্ধকারে চ রাত্রিবাসো দিনে তথা।
স্নানাম্বরং কুবেষঞ্চ বর্জ্জয়েচ্ছুষ্ক-ভোজনম্।। ২১

লক্ষ্মীর বর্জনীয়

যে স্ত্রী পাপশীলা, খলস্বভাবা, পতিকে নিজের অধীন করিয়া তিরস্কার করিতে ক্রোধেচ্ছু, অসচ্চরিত্রা সেই প্রেতমূখী (অসচ্চরিত্রা স্ত্রী প্রেতমুখসদৃশী) স্ত্রীকে আমি পরিত্যাগ করি। ১৪

বাসী ও পচা ফুল, বহু লোকের সহিত শয়ন, ছিন্ন আসন এবং অসচ্চরিত্রা স্ত্রীকে দূরে পরিত্যাগ করিবে। ১৫

চিতার অঙ্গার, অস্থি, বহ্নি, ভস্ম, ব্রাহ্মণ, গরু, কার্পাস বীজ, তুষ, গুরু, এবং নিজের পাকে পায়ের দ্বারা স্পর্শ করিবে না। ১৬

নখ বা কেশযুক্তজল, পর্বকালে ও সন্ধ্যাকালে মৈথুন, নগ্ন হইয়া শয়ন, একাকী মিষ্টান্ন ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ১৭

মস্তকে পুষ্প বিন্যাস, পাদদ্বয় ধৌতাদিদ্বারা শুদ্ধ, উত্তম স্ত্রী মৈথুন, অল্প ভোজন, অনগ্ন অবস্থায় শয়ন ও পর্ব্বকাল ভিন্ন কালে মৈথুন, এই ছয়টি মানুষের দীর্ঘকাল নষ্ট শ্রীকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। ১৮

ঝাঁটার ধূলা, ঝাঁটার হাওয়া, নীলশেফালিকা, ডেহুয়া, রাত্রিতে বেল, শাক, কয়েদবেল ও দধি বর্জন করিবে।

নিজের শরীরে ও আসনে বাদ্য করা, মস্তকে ও পায়ে অপবিত্রভাবে বাজান, মস্তকে উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করা এবং স্নানের পর তৈলাদি মাখা বর্জন করিবে। ২০

অন্ধকার গৃহে শয়ন, দিনের বেলায় রাত্রিবাস পরিধান, মলিন বস্ত্র পরিধান, খারাপ বেশভূষা ধারণ, এবং শুষ্ক ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ২১

• বোম্বাই সংস্করণে 'প্রনষ্টং' পাঠ আছে, উহা ব্যাকরণশুদ্ধ নয় বলিয়া 'প্রনষ্টাং' করা হইয়াছে।

পরেণোদ্বর্তিতং বক্ষঃ স্বয়ং মাল্যাপকর্ষণম্।
আলস্যমবসাদঞ্চ ন কুর্যাদ্গোষ্ঠমর্দনম্।। ২২
শুক্রবারে চ ষষ্ঠৈলং (ষষ্টৈলং*) শিলাপিষ্টঞ্চ দশকে।
স্বয়ং বামেন মূর্ধানং পাণিনা নৈব সংস্পৃশেৎ।। ২৩
তারকাং পুষ্পবন্তৌ চ ন পশ্যেদশুচিঃ পুমান্।
নেক্ষেদ্ গুহ্যং পরস্ত্রীণাং নাস্তং যান্তং দিবাকরম্।। ২৪
কুর্যান্নান্যধনাকাঙ্ক্ষাং পরস্ত্রীণাং তথৈব চ।
পরেষাং প্রাতিকূল্যঞ্চ উদিতার্কে প্রবোধকম্।। ২৫
নখকণ্টকরক্তৈশ্চ মৃত্তিকাঙ্গার-বারিভিঃ।
বৃথা বিলেখনং ভূমৌ ন কুর্যান্মম কাঙ্ক্ষায়া ।। ২৬
গ্রথিতঞ্চ স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং ঘৃষ্টঞ্চ চন্দনম্।
নাপিতস্য গৃহে ক্ষৌরং শক্রাদপি হরেচ্ছ্রিয়ম্।। ২৭
ন নিন্দা গণকে বিপ্রে পাদয়োর্নর্তনং তথা।
প্রতিকূলং চরেৎ স্ত্রীণাং ভুক্ত্বা চ দন্তধাবনম্।। ২৮

অপরের দ্বারা নিজ বক্ষ মর্দন করান, স্বয়ং নিজ গলদেশ হইতে মালা নিষ্কাশন, টিলকে ঘর্ষণ করা এবং আলস্য অবসাদ বর্জন করিবে। ২২

শুক্রবারে তৈল, অমাবস্যায় গন্ধদ্রব্য, নিজের বাম হাতের দ্বারা নিজের মস্তক স্পর্শ করিবে না। ২৩

লক্ষ্মীর প্রিয়ের বর্জনীয়

পুরুষ অশুচি অবস্থায় নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য দর্শন করিবে না। পুরুষ পরস্ত্রীর গুপ্ত অঙ্গ দর্শন করিবে না। অস্তগামী সূর্যদর্শন করিবে না। ২৪

অপরের ধন স্ত্রীর অভিলাষ করিবে না। অপরের প্রতিকূলতা করিবে না এবং সূর্য উদিত হইলে জাগরণ করিবে না অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বেই নিদ্রা ত্যাগ করিবে। ২৫

যাহারা আমার (লক্ষ্মীর) আকাঙ্খা করে, তাহারা নখ, কণ্টক, রক্ত, মৃত্তিকা, অঙ্গার (আঙ্গরা) ও জলের দ্বারা পৃথিবীতে বৃথা অঙ্কন করিবে না। ২৬

নিজে মালা গাঁথিয়া নিজে ধারণ, নিজে চন্দন ঘষিয়া নিজের অঙ্গে লেপন, নাপিতের গৃহে ক্ষৌরকর্ম এই গুলি ইন্দ্রের শ্রীকেও হরণ করে। ২৭

জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের নিন্দা, পাদদ্বয় নাচান, স্ত্রীলোকের প্রতিকুল আচরণ ও ভোজনের পর দন্তধাবন করিবে না। ২৮

মিথ্যা বাক্য বলা, মাংসের ঝোল খাওয়া ও নগ্না স্ত্রীর দর্শন করা হইতে ইন্দ্রের শ্রীও হৃত হয়। ২৯

---

* বোম্বাই সংস্করণে "ষষ্টৈলং" শব্দটি অন্বয়ে সঙ্গত হয় না বলিয়া "ষষ্ঠৈলম্" পাঠ করা হইয়াছে।

অনৃতং মাংসসূপং চ নগ্নাং চৈব স্ত্রিয়ং তথা।
ভক্ষণাদ্দর্শনাচ্চৈব শক্রাদপি হরেচ্ছ্রিয়ম্।। ২৯
মন্ত্রৈরযুক্তঃ পরদারসেবী আচারহীনঃ পরসেবকশ্চ।
সংকীর্ণচারী পরিবাদশীলস্তং নিষ্ঠুরং দম্ভমহং ত্যজামি।। ৩০
শয়নং চার্দ্রপাদেন রাত্রিবাসো দিনে তথা।
উত্তরীয়মধঃ কূর্যাচ্ছুষ্কপাদেন ভোজনম্।। ৩১
অশুচিম্লানবস্ত্রঞ্চ দুর্গন্ধমসুখাবহম্।
আভূষণামপুষ্পাঞ্চ ন কুর্যাদাত্মনস্তনূম্।। ৩২
কর্ণে চ বদনে ঘ্রাণে তথা করতলেহপি চ।
পাদে পৃষ্ঠে তথা নেত্রে ন কূর্যাদনুলেপনম্।। ৩৩
চক্ষুলগ্নে হতং শ্রেয়ো মুখলগ্নে ধনক্ষয়ঃ।
দারিদ্র্যং কণ্ঠলগ্নে চ পাদপৃষ্ঠে বয়ঃক্ষয়ঃ।। ৩৪
করে চ নাসিকারন্ধ্রে বুদ্ধিনাশোহনুলেপনম্।
তস্মাদ্বিবর্জয়েদেতাননুলেপনভাজিনঃ।। ৩৫
গন্ধং পুষ্পং তথা তোয়ং রত্নং চৈব মহোদধিম্।
গৃহীতং প্রথমং বস্ত্রং বর্জয়েন্ন কদাচন।। ৩৬
অজারজঃ খররজস্তথা সম্মার্জনীরজঃ।
স্ত্রীণাং পাদরজো রাজঞ্ছক্রাদপি হরেচ্ছ্রিয়ম।। ৩৭

যে ব্যক্তি মন্ত্রজপহীন, পরস্ত্রীসেবী, আচারশূন্য, অপরের (অপর হীন ব্যক্তির) সেবক, সংকীর্ণ আচরণকারী, পরনিন্দাশীল, সেই নিষ্ঠুর দাম্ভিককে আমি (লক্ষ্মীদেবী) পরিত্যাগ করি। ৩০

লক্ষ্মীপ্রিয়ের পরিবর্জনীয়

ভিজা পায়ে শয়ন, দিনের বেলা রাত্রি বাস পরিধান, উত্তরীয় বস্ত্র অধ অঙ্গে ধারণ, শুকনো পায়ে ভোজন, অশুচি, ময়লা, দুর্গন্ধি ও দুঃখজনক বস্ত্র পরিধান, নিজের শরীরকে অলঙ্কারশূন্য ও পুষ্পাদিশূন্য করিবে না। ৩১-৩২

কর্ণ, মুখ, ঘ্রাণ, করতল, পাদ, পৃষ্ঠ ও নেত্রে চন্দনাদি অনুলেপন করিবে না। ৩৩

চক্ষুতে গন্ধাদির অনুলেপন করিলে শ্রেয় নষ্ট হয়, মুখে অনুলেপনে ধনক্ষয়, কণ্ঠে অনুলেপনে দারিদ্র্য, পা এবং পৃষ্ঠে অনুলেপনে (বয়সের) আয়ুর ক্ষয়, হস্ত ও নাসিকারন্ধ্রে অণুলেপনে বুদ্ধিনাশ হয়। সেই হেতু অনুলেপন বিষয়ে এই সমস্ত অঙ্গ বর্জন করিবে। ৩৪-৩৫

গন্ধ, পুষ্প, জল, রত্ন, মহাসাগর ও বস্ত্র প্রথমে প্রাপ্ত হইলে, তাহা কখনও পরিত্যাগ করিবে না। ৩৬

হে রাজন্। ছাগলের খুরস্পৃষ্ট ধূলি, গাধার খুরস্পৃষ্ট ধূলি, ঝাঁটার ধূলি, স্ত্রীগণের পাদস্পৃষ্ট ধূলি এই সকল ইন্দ্রের শ্রীকেও হরণ করে।

মলিন বস্ত্র পরিধানকারী, দন্তে মলধারী অর্থাৎ দন্ত পরিস্কার করে না যে,

কুচৈলিনং দন্তমলপ্রধারিণং বহ্বাশিনং নিষ্ঠুরবাক্যভাষিণম্।
সূর্যোদয়ে চাস্তমিতে চ শায়িনং বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনম্।। ৩৮
নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োরল্পপূজা।
দন্তানামল্পশৌচং বসনমলিনতা[১] রুক্ষতা মূর্ধজানাম্।
দ্বে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ।
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীম্।। ৩৯
এবং যঃ কুরুতে নিত্যং ময়োক্তানি চ কেশব।
তুষ্টা ভবামি তস্যাহং ত্বয্যেব নিশ্চলা যথা। ৪০
শ্রীভাষিতমিদং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
তদগৃহং বিপুলং রম্যং নিত্যং ভবতি নাণ্যথা।। ৪১
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা।। ৪২
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মী-কেশব-সংবাদে লক্ষ্মী চরিত্রং সমাপ্তম্।

বহুভোজী, কটুবাক্যভাষী, সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে শয়নকারী—চক্রপাণি ভগবানকেও লক্ষ্মীদেবী পরিত্যাগ করেন। ৩৮

সর্বদা তৃণছেদন করা, নখের দ্বারা মাটিতে লিখা, পাদদ্বয়কে অপরিস্কার রাখা, দন্তগুলিকে ভালভাবে না মাজিয়া অল্প করিয়া মাজা, কাপড় ময়লা রাখা, চুল রুক্ষ রাখা অর্থাৎ চুলে তেল না মাখা, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নিদ্রা যাওয়া, নগ্ন হইয়া শয়ন করা, অধিক ভোজন, উচ্চ হাস্য, নিজের অঙ্গে ও বসিবার পিড়ায় বাজান, এইগুলি কুবের এমন কি বিষ্ণুরও লক্ষ্মী (সম্পদ) হরণ করে। ৩৯

হে কেশব! আমি যাহা যাহা বলিলাম--এইগুলি যে ব্যক্তি, সর্বদা পালন করে, আমি তোমাতে যেমন অচলা থাকি সেইরূপ সেই ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাতে অচলা থাকি।। ৪০

যে প্রাতঃকালে উঠিয়া লক্ষ্মী কর্তৃক কথিত এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার গৃহ সর্বদা বিপুল ঐশ্বর্যসমন্বিত ও সুন্দর হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ৪১

(লক্ষ্মীর কথিত স্তোত্র নিত্য প্রাতঃকালে পাঠ করিলে) রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সূর্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার নষ্ট হয়, সেইরূপ লক্ষ্মীস্তোত্র পাঠকারীর অপদসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। ৪২

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

১। বোম্বাই সংস্করণে 'বসনমলিনাৎ' এই রূপপাঠ আছে, কিন্তু তাহা অশুদ্ধ মনে হওয়ায় "বসনমলিনতা" পাঠ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

ইন্দ্র কর্তৃক লক্ষ্মীর স্তুতি

ইন্দ্র উবাচ—

নমামি সর্বভূতানাং জননীং পদ্মসম্ভবাম্।
শ্রিয়ং মুনীন্দ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থিতাম্।। ১
ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং স্বধা স্বাহা সুধা ত্বং লোকপালিনী।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূমি মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী।। ২
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী।। ৩
আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দন্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যা সৌম্যৈর্জগদ্রূপৈস্ত্বয়েদং দেবি পূরিতম।। ৪
কা ত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি সর্বযঞ্জময়ং বপুঃ।
অধ্যাস্তে দেবদেবস্য যোগিচিন্ত্যং গদাভৃতঃ।। ৫
ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্।
বিনষ্টপ্রায়মভবৎ ত্বয়েদানীং সমেধিতম্।। ৬
দারাঃ পুত্রাস্তথাগারং সুহৃদ বান্যদ্ধনাদিকম্।
ভবত্যেতন্মহাভাগে নিত্যং ত্বদ্‌বীক্ষণান্নৃণাম্।। ৭

ইন্দ্র বলিলেন—পদ্ম হইতে আবির্ভূতা, মুনীন্দ্রগমের পূজোপকরণ পদ্মসদৃশ আয়তাক্ষী, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিতা, সকল প্রাণীর জননী লক্ষ্মীদেবীকে নমস্কার করি। ১

তুমি সকল সাধনার সিদ্ধিস্বরূপা, দেবোদ্দেশে হবির্দানের স্বাহা মন্ত্রস্বরূপা, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানের স্বধামন্ত্ররূপা, অমৃতস্বরূপা, সর্বলোকের পালনকারিণী, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং সন্ধ্যারূপা, রাত্রিরূপিণী, দীপ্তিরূপা, তুমি পৃথিবী, তুমি গ্রন্থার্থধারণাবতী বুদ্ধি, তুমি আস্তিক্যবুদ্ধিরূপা এবং তুমি বিদ্যাদেবী। ২

হে শোভনে দেবি! তুমি যজ্ঞসম্পাদক বিদ্যারূপিণী, তুমি মহাবাক্যরূপ ব্রহ্মবিদ্যারূপা, তুমি বেদের রহস্যবিদ্যাস্বরূপা, তুমি আত্মজ্ঞানস্বরূপা এবং তুমি মুক্তিফলদায়িনী। ৩
হে দেবি! তুমি তর্কবিদ্যা, বেদবিদ্যা, কৃষ্যাদিবিদ্যা এবং তুমিই অর্থশাস্ত্র। তুমি শান্তা, শান্ত পদার্থরূপে এই জগৎ কে পূর্ণ করিয়াছ। ৪

হে দেবি। তুমি ভিন্ন আর কে, দেবদেব গদাধারী বিষ্ণুর সর্বযজ্ঞরূপী, যোগিগণচিন্তনীয় শরীরে (বক্ষে) অবস্থান করিতে পারে? ৫

হে দেবি! (পূর্বে) তোমার কর্তৃক পরিত্যক্ত সমস্ত ত্রিভুবন নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। এখন আবার তোমার কর্তৃক বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৬

হে মহাভাগ্যবতি দেবি। তোমার কৃপাদৃষ্টিতে মানুষের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ বন্ধু বা অন্য ধন প্রভৃতি সর্বদা পরিপূর্ণ হয়। ৭

শরীরারোগ্যমৈশ্বর্যমরিপক্ষক্ষয়ঃ সুখম্।
দেবি ত্বদদৃষ্টিদৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্লভম্।। ৮
ত্বমম্বা সর্বভূতানাং দেবদেবো হরিঃ পিতা।
ত্বয়ৈতদ্‌বিষ্ণুনা চাম্ব জগদ্ব্যাপ্তং চরাচরম্।। ৯
মানং কোষং তথা কোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্।
মা শরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্বাপাবনি।। ১০
মা পুত্রান্ মা সুহৃদ্বর্গান্ মা পশূন্ মা বিভূষণম্।
ত্যজেথা দেবদেবস্য বিষ্ণোবক্ষঃস্থলাশ্রয়ে।। ১১
সত্যেনাশৌচ-সত্ত্বাভ্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ।
ত্যজ্যন্তে তে নরাঃ সদ্যঃ সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে।। ১২
ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্য শীলাদ্যৈরখিগুণৈঃ ।
কুলৈশ্বর্যৈশ্চ যুজ্যন্তে পুরুষা নির্গুণা অপি।। ১৩
স শ্লাঘ্যো গুণী ধন্যঃ স, স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্।
স শূরঃ স চ বিক্রান্তো, যস্ত্বয়া দেবি বীক্ষিতঃ।। ১৪
সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ।
পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রী যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে।। ১৫

হে দেবি। তোমার কৃপাদৃষ্টি যাহাদের উপর বর্ষিত হয়, সেই সকল মানুষের দেহের আরোগ্য ঐশ্বর্য, শত্রুসমূহের নাশ ও সুখ দুর্লভ হয় না। ৮

হে জননি! তুমি সকল প্রাণীর মাতা, তুমি দেবদেব মহাদেব, তুমি বিষ্ণু, তুমি জগৎপিতা ব্রহ্মা। তুমিই বিষ্ণুরূপে চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছ। ৯

দেবদেব বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিতে সকল জগৎপবিত্রকারিণি দেবি! তুমি আমার অর্থ, ধান্যগৃহ, গৃহ, পরিচ্ছদ (বস্ত্র) শরীর, কলত্র, পুত্রসমূহ, বন্ধুবর্গ, পশুসকল, অলঙ্কার—এই সমস্ত পরিত্যাগ করিও না। ১০-১১

হে নির্মলে দেবি! তুমি যেসকল মানুষকে পরিত্যাগ কর, তাহারা সদ্যসদ্যই সত্য, সম্যক্ শৌচ, বল, শীল প্রভৃতি গুণহীন হইয়া যায়। ১২

হে দেবি! (পক্ষান্তরে) তুমি যাহাদিগকে কৃপাপূর্বক অবলোকন কর; সেই সকল লোকপূর্বে নির্গুণ হইলেও সদ্যসদ্যই শীল প্রভৃতি সকল গুণ এবং বংশ ও ঐশ্বর্যের দ্বারা যুক্ত হয়।১৩

হে দেবি! তুমি যাহাকে কৃপাপূর্বক অবলোকন কর, সেই ব্যক্তি প্রশংসনীয় গুণী, ধন্য, কুলীন (উচ্চবংশীয়) বুদ্ধিমান, বীর ও পরাক্রমযুক্ত হয়। ১৪

হে বিষ্ণুপ্রিয়ে! জগদ্ধাত্রি। তুমি যাহার নিকট হইতে বিমুখ হও, তাহার শীল প্রভৃতি সকল গুণ সদ্যসদ্য বিগুণ (বিকল) হইয়া যায়। ১৫

ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণাঞ্জিহ্বা হি বেধসঃ।
প্রসীদ দেবি পদ্মাক্ষি মাস্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন।। ১৬

পরাশর উবাচ--

এবং শ্রীঃ সংস্তুতা সম্যক প্রাহ হৃষ্টা শতক্রতুম্।
শৃন্বতাং দেবদেবানাং প্রাদুর্ভূতা স্থিতা দ্বিজ।। ১৭

শ্রীরুবাচ--

পরিতুষ্টাস্মি দেবেশ স্তোত্রেণানেন হেতুনা।
বরং বৃণীস্ব যস্ত্বিষ্টো বরদাহং সমাগতা।। ১৮

ইন্দ্র উবাচ--

বরদা যদি দেবি ত্বং বরার্হো যদি বাপ্যহম্।
ত্রৈলোক্যং ন ত্বয়া ত্যাজ্যমেষ মে হ্যর্থিতো বরঃ।। ১৯
স্তোত্রেণ যস্তবৈতেন ত্বাং স্তোষ্যেৎ পদ্মসম্ভবে।
স ত্বয়া ন পরিত্যাজ্যো দ্বিতীয়স্তু বরো মম।। ২০

লক্ষ্মীরুবাচ--

ত্রৈলোক্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ সন্ত্যজামি ন বাসব।
দত্তো বরো ময়া ত্বাং তু স্তোত্রেণ পরিতুষ্টয়া।। ২১
যশ্চ সায়ং তথা প্রাতঃ স্তোত্রেণানেন মানবঃ।
মাং স্তোষ্যতি ন তস্যাহং ভবিষ্যামি পরাঙ্মুখী।। ২২

হে পদ্মপত্রনয়নে দেবি! ব্রহ্মার জিহ্বাও তোমার সকল গুণ বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না। তুমি প্রসন্ন হও। কখনও আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। ১৬

পরাশর বলিলেন --হে ব্রাহ্মণ! এই ভাবে (ইন্দ্র কর্ত্তৃক) স্তুত হইয়া লক্ষ্মীদেবী আনন্দিত হইয়া দেবতাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অবস্থান করত ইন্দ্রকে সম্যক্‌প্রকারে বলিতে লাগিলেন। ১৭

লক্ষ্মী বলিলেন-হে দেবাধিপতে! এই স্তোত্র হেতু আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার যাহা অভিষ্ট সেইরূপ বর প্রার্থনা কর।আমিবরদায়িনী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। ১৮

ইন্দ্র বলিলেন-হে দেবি! তুমি যদি বরদায়িনী হও। আর আমি যদি বর গ্রহণের যোগ্য হই, তাহা হইলে তুমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিও না, ইহাই আমার প্রার্থিত বর ১৯

হে পদ্মসম্ভূতে! এই স্তোত্রের দ্বারা যে তোমাকে স্তুতি করিবে, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না, (ইহা) আমার দ্বিতীয় বর। ২০

লক্ষ্মী বলিলেন-হে দেবশ্রেষ্ঠ বাসব! আমি ত্রৈলোকা পরিত্যাগ করিব না। তোমার স্তোত্রে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে আমি এই বর দিলাম। ২১

যে মানুষ প্রাতঃ ও সায়ংকালে এই স্তোত্রের দ্বারা আমার গুণগান করিবে, আমি তাহার নিকট হইতে বিমুখ হইব না। ২২

পরাশর উবাচ—

এবং বরং দদৌ দেবী দেহরাজায় বৈ পুরা।
মৈত্রেয়! শ্রীর্মহাভাগা স্তোত্রারাধনতোষিতা।। ২৩
ভৃগোর্বংশে সমুৎপন্না শ্রীঃ পূর্বমুদধেঃ পুনঃ।
দেবদানবযত্নেন প্রসূতামৃতমন্থনে।। ২৪
এবং যদা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ।
অবতারং করোত্যেব তদা[1] শ্রীস্তৎসহায়িনী।। ২৫
পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা যদাদিত্যোহভবদ্ধরিঃ।
যদা চ ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ম্।। ২৬
রাঘবত্বেহভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী।। ২৭
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানবত্বে চ মানবী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনূম্।। ২৮

পরাশর বলিলেন—হে মৈত্রেয়! পূর্বে মহাভাগ্যবতী লক্ষ্মীদেবী এই স্তোত্ররূপ আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্টা হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন। ২৩

লক্ষ্মী পূর্বে ভৃগুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পুনরায় পশ্চাৎ অমৃত মন্থনের উদ্দেশ্যে দেব ও দৈত্যগণের প্রযত্নে সমুদ্র হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ২৪

এইভাবে দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দন যখন অবতীর্ণ হন, তখন লক্ষ্মীদেবী তাঁহার সাহায্যকারিণী হন। ২৫

বিষ্ণু যখন আদিত্য অবতার হইয়াছিলেন, তখন লক্ষ্মী পুনরায় পদ্ম হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আর যখন ভৃগুবংশে পরশুরাম অবতীর্ণ হন, তখন এই লক্ষ্মী পৃথিবী হইয়াছিলেন। ২৬

শ্রীরামচন্দ্র অবতারে লক্ষ্মীদেবী সীতা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণঅবতারে রুক্মিণী হইয়াছিলেন, অন্যান্য অবতারে ইনি বিষ্ণুর সহায় হন। ২৭

ভগবান্ বিষ্ণু দেবতারূপে অবতীর্ণ হইলে লক্ষ্মী দেবদেহ ধারণ করেন, মানুষরূপে অবতীর্ণ হইলে মানুষদেহ ধারণ করেন। এই লক্ষ্মী এই ভাবে বিষ্ণুর দেহানুসারে নিজের শরীর ধারণ করেন অর্থাৎ বিষ্ণু যেরূপ যেরূপ দেব, মনুষ্য, ঋষি, মৎস্য, কূর্মাদি অবতার গ্রহণ করেন লক্ষ্মীও সেই সেইভাবে নিজেকে দেব, মানুষ ইত্যাদিরূপে পরিবর্তিত করেন। ২৮

১। 'তদা' এইরূপ পাঠ-সমীচীন। এই পাঠ অনুসারে অনুবাদ করা হইল। বোম্বাই সংস্করণে 'তথা' পাঠ আছে।।

যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াজ্জন্ম লক্ষ্ম্যাঃ স্তোত্রং পঠেন্নরঃ।
শ্রিয়ো ন বিচ্যুতিস্তস্য গৃহে যাবৎ কুলত্রয়ম্।। ২৯
পঠ্যতে যেষু গেহেষু সুভক্ত্যা শ্রীস্তবো মুনে।
অলক্ষ্মীঃ কলহো বাধা ন তেষ্বাস্তে কদাচন।। ৩০
এতত্তে কথিতং ব্রহ্মন্ যস্মাত্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীর্যথা জাতা পূর্বং ভৃগুসুতা সতী।। ৩১
ইতি সকলবিভূত্যবাপ্তিহেতু
স্তুতিরিয়মিন্দ্রমুখোদগতা হি লক্ষ্ম্যাঃ।
অনুদিনমনু পঠ্যতে নৃভির্যৈ-
বসতি ন তেষু কদাচিদপ্যলক্ষ্মীঃ।। ৩২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর-মৈত্রেয়-সংবাদে লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম।

যে মানুষ লক্ষ্মীদেবীর জন্ম শ্রবণ করে এবং তাঁহার এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার গৃহে তিন বংশ, লক্ষ্মী হইতে বিচ্যুত হয় না। ২৯

হে মুনে! যে সকল গৃহে পরম ভক্তি সহকারে লক্ষ্মীর স্তোত্র পাঠ হয়, সেই সকল গৃহে কখনও অলক্ষ্মী, কলহ ও বাধা (বিঘ্ন) হয় না। ৩০

হে ব্রহ্মন্! পূর্বে লক্ষ্মী ভৃগুকন্যা হইয়া ক্ষীরসমূদ্রে যে ভাবে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আপনাকে তাহা বলা হইল, যেহেতু আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৩১

যে সল মানুষ সমস্ত বিভূতি প্রাপ্তির হেতু, ইন্দ্রের মুখে উচ্চারিত লক্ষ্মীর এই স্তোত্র প্রত্যহ পাঠ করে, সেই সকল মানুষের মধ্যে কখনও অলক্ষ্মী বাস করে না। ৩২

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূক্তম্

ত্বং শ্রীরুপেন্দ্রসদনে মদনৈকমাতা,
জ্যোৎস্নাসি চন্দ্রমসি চন্দ্রমনোহরাস্যে।
সূর্যে প্রভাসিত-জগল্লিতয়ে প্রভাসি,
লক্ষ্মী প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে।।১
ত্বং জাতবেদসি সদা দহনাত্মশক্তি-
র্বেধাস্ত্বয়া জগদিদং বিবিধং বিদধ্যাৎ।
বিশ্বম্ভরোঽপি বিভৃয়াদখিলং ভবত্যা,
লক্ষ্মি প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে।। ২
হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সূবর্ণ-রজত-স্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মী জাতবেদো মমাবহ।। ৩
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্।। ৪
অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্।। ৫
কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারামার্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্।
পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।। ৬

শ্রীসূক্ত

তুমি উপেন্দ্র (বিষ্ণু) গৃহে শ্রীস্বরূপিণী, তুমি মদনের একমাত্র জননী, চন্দ্রের মত মনোহর বদনে, হে দেবি! তুমি চন্দ্রে জ্যোৎস্না-স্বরূপা, ত্রিভুবন-প্রকাশকারী সূর্যে তুমি প্রভাস্বরূপা। প্রণামকারিগণের রক্ষয়িত্রি, হে মাতঃ লক্ষ্মী, তুমি সর্বদা প্রসন্না হও। অথবা হে শরণযোগ্যে। তুমি নমস্কারকারিগণের প্রতি সর্বদা প্রসন্না হও। ১

হে লক্ষ্মী, প্রণামকারিগণের রক্ষয়িত্রি! তুমি অগ্নিতে সর্বদা দহনাণুকূল শক্তি, ব্রহ্মা তোমার দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন, বিশ্বম্ভর বিষ্ণুও তোমার দ্বারা সমস্ত জগৎ পালন করেন, তুমি সর্বদা প্রসন্না হও। ২

হে অগ্নিদেব! তুমি সুবর্ণবর্ণসদৃশ বর্ণবিশিষ্টা, (হরিণী সদৃশ) (রূপবতী) সকল ঐশ্বর্য প্রাপিকা, সুবর্ণ ও রজত মাল্যধারিণী, চন্দ্রসদৃশ প্রকাশমানা, সুবর্ণময়ী লক্ষ্মীকে আমাকে প্রাপ্ত করাইয়া দাও। ৩

হে অগ্নিদেব! তুমি আমাকে সেই অবিচ্যুত লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত করাইয়া দাও, যে লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইলে আমি সুবর্ণ, গো, অশ্ব ও পুত্র, মিত্র, দাসদাসীরূপ পরিজন প্রাপ্ত হইব। ৪

যে লক্ষ্মীদেবীর অগ্রে অশ্ব ধাবিত হয়, মধ্যস্থলে রথ চলে, যিনি হস্তীর শব্দে জগৎকে প্রবোধিত করেন, সেই লক্ষ্মীকে আমি আহ্বান করি, সেই শ্রী দেবী আমার উপর প্রসন্না হউন (অথবা আমার সেব্যা হউন)। ৫

যিনি বিকসিত পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন হাস্যযুক্তা, সুবর্ণতুল্য কান্তিযুক্তা, জলে স্নাতের মত স্নিগ্ধদেহা, উজ্জ্বলকান্তি, স্বয়ং তৃপ্ত হইয়া জীবগণকে তৃপ্ত করেন, পদ্মে স্থিতা, পদ্মের মত বর্ণবিশিষ্টা, সেই শ্রী (লক্ষ্মী) দেবীকে আমি আহ্বান করি। ৬

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং
শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্।
তাং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যে
অলক্ষ্মী র্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণোমি।। ৭
আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো
বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽধ বিল্বঃ।
তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু
মায়াহন্তরায়াশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ।। ৮
উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্তিশ্চ মণিনা সহ।
প্রাদুর্ভূতঃ সুরাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে।। ৯
ক্ষুৎপিপাসামলা জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীর্নাশয়াম্যহম্।
অভূতিমসমৃদ্ধিঞ্চ সর্বাং নির্ণুদ মে গৃহাৎ।। ১০
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।। ১১

চন্দ্রের মত আনন্দদায়িনী, প্রকৃষ্ট দীপ্তিমতী, যশের দ্বারা প্রকাশমানা, ত্রিভুবনে শ্রীরূপিণী, দেবগণ কর্তৃক সেবিতা, উদার (সরল) ঈকার স্বরূপিণী সেই লক্ষ্মীদেবীর আমি শরণ প্রাপ্ত হইতেছি, আমার অলক্ষ্মী নষ্ট হউক। হে দেবি! আমি তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।

ঈকারের অর্থ লক্ষ্মী। ঈকাররূপ বীজের দ্বারা লক্ষ্মীকে বুঝান হয়। 'শ্রীঁ' লক্ষ্মীর বীজমন্ত্র। 'শ' অর্থ শ্রেয়ঃ। 'র' অর্থ কাম। 'ঈ' অর্থ প্রদাত্রী। শ্রেয়োরূপকাম্য যিনি প্রদান করেন তিনি 'শ্রী'। 'শ্রী'র উপরে যে অর্ধমাত্রা বা চন্দ্রবিন্দু তাহার অর্থ তুরীয় চৈতন্য। ৭

আদিত্যসদৃশ উজ্জ্বলবর্ণযুক্তে, হে লক্ষ্মী, তোমার তপস্যা দ্বারা অর্থাৎ তোমার ইচ্ছামাত্রে বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতি এবং বিল্ববৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। তোমার ইচ্ছায় সেই বৃক্ষের ফলসকল আমার বাহ্য ও আন্তর অলক্ষ্মীকে অপসারিত করুক। ৮

দেবসখ কুবের ও কীর্তি, রত্নের সহিত আমার নিকট উপস্থিত হউক। এই সূরাজ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া দেবসখ আমাকে কীর্তি ও সম্পদ্ প্রদান করুন। ৯

ক্ষুধা ও পিপাসারূপ-মলযুক্তা, জ্যেষ্ঠ অলক্ষ্মীকে আমি নাশ করিব। হে দেবি লক্ষ্মী। তুমি আমার গৃহ হইতে সমস্ত অনৈশ্বর্য ও অসম্পদ দূর কর। (লক্ষ্মী অপেক্ষা অলক্ষ্মী জ্যেষ্ঠা বলিয়া অনেক শাস্ত্রে কথিত আছে)। ১০

সুগন্ধাশ্রয়, অপরাজেয়, গবাদি পশুদ্বারা সর্বদা যুক্ত, জগৎকর্ত্রী, সকল প্রাণীর ঈশ্বরী, লক্ষ্মীদেবী, তোমাকে এখানে আমি আহ্বান করি। ১১

মসনঃ কামমাকুতিং বাচঃ সত্ত মশীমহি।
পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ।। ১২
কর্দমেন প্রজাভূতা ময়ি সম্ভব কর্দম।
শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পদ্মমালিনীম্।। ১৩
আপঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লিত বস মে গৃহে।
নিজদেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে।। ১৪
আর্দ্রাং যঃ করণীং যষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্।
চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।। ১৫
আর্দ্রাং যঃ করণীং যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্।
সূর্যাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।। ১৬
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো
দাস্যোহশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্। ১৭

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রে শ্রীসূক্তং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

হে দেবি! আমার মনোরথ ও সঙ্কল্প যেন পূর্ণ হয়। আমি যেন সত্য বাক্য বলিতে সমর্থ হই। আমার যেন গবাদি পশু এবং অন্ন প্রচুর হয়। শ্রী ও যশ আমারে প্রাপ্ত হউক্। ১২

কর্দম অর্থাৎ পৃথিবী দ্বারা (পৃথিবী হইতে) প্রজাসকল উৎপন্ন হয়। হে কর্দম (কর্দমাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) তুমি আমাতে অবস্থান কর। তুমি (কর্দমদেবতা) আমার বংশে পদ্মমালাধারিণী জননী শ্রীকে বাস করাও। ১৩

হে কর্দমদেব! জলদেবতা স্নিগ্ধ দ্রব্য সৃষ্ট করুক। তুমি আমার গৃহে সর্বদা বাস কর। তুমি তোমার নিজদেবী জননী শ্রীকে আমার বংশে বাস করাও। ১৪

হে অগ্নে! যিনি স্নিগ্ধদেহা, যষ্টিধারিণী, পিঙ্গলাবর্ণা, পদ্মমালাধারিণী আনন্দদায়িনী, সুবর্ণবর্ণা সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার প্রাপ্ত করাইয়া দাও। ১৫

হে অগ্নে! যিনি স্নিগ্ধদেহা, যষ্টিধারিণী, সুবর্ণবর্ণা, সুবর্ণমাল্যধারিণী, সূর্যের মত দীপ্তিমতী, সুবর্ণময়ী সেই লক্ষ্মীকে আমাকে প্রাপ্ত করাইয়া দাও। ১৬

হে অগ্নিদেব! আমাকে সেই অবিচ্যুতা লক্ষ্মী প্রাপ্ত করাইয়া দাও। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আমি প্রচুর স্বর্ণ, গো, দাসী, অশ্ব ও পরিজনবর্গ প্রাপ্ত হইব। ১৭

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রে শ্রীসূক্ত নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

লক্ষ্মীচরিত্রম্

কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্নবিমণ্ডিতে।
নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে বিহঙ্গগণশোভিতে।। ১
নানাকুসুমগুল্মৈশ্চ বেষ্টিতে চ গণাবৃতে।
দেবদানবগন্ধর্ব-কিন্নরৈরুপশোভিতে।। ২
মন্দমারুতসংবীতে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।।
সমাসীনৌ কথাং চক্রাতে তৌ নিত্যমুদান্বিতৌ।
ভক্ত্যা দেবং প্রণম্যাথ পার্বতী পরিপৃচ্ছতি।। ৩

শ্রীপার্বত্যুবাচ-

দেবদেব মহেশান সর্বাগমবিশারদ।
ত্বমেব শরণং দেব লোকানাং দুঃখনাশনঃ।। ৪
কমলায়াশ্চ মাহাত্ম্যং ব্রূহি মে প্রমথাধিপ।
কেনোপায়েন দেবী তু গৃহে ভবতি সুস্থিরা।। ৫

শ্রীশিব উবাচ--

সাধু সাধু মহাভাগে যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছ্যতে।
সারাং সারতরং লোকে গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মহৎ।। ৬

লক্ষ্মী চরিত্র

নানাপ্রকার রত্নদ্বারা বিভূষিত, বহুবিধ বৃক্ষ ও লতাদ্বারা ব্যাপ্ত, পক্ষিকুল শোভিত, বহুপ্রকার পুষ্প ও গুল্ম দ্বারা বেষ্টিত, প্রমথগণদ্বারা পরিব্যাপ্ত, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরসমূহদ্বারা উপশোভিত, মন্দ মন্দ বায়ুপ্রবাহযুক্ত, রমণীয় কৈলাস পর্বতের শিখরদেশে অবস্থান করত সর্বদা আনন্দযুক্ত পার্বতী ও মহাদেব বার্তালাপ করিতেছিলেন। অনন্তর পার্বতী ভক্তিপূর্বক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া প্রশ্নকরিলেন। ১-৩

শ্রী পার্ব্বতী বলিলেন- হে দেবদেব, মহেশ্বর, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ! হে দেব! তুমি সকলের শরণ, সকল লোকের দুঃখনাশকারী। ৪

হে প্রমথাধিপতে! তুমি আমাকে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য বল এবং কি উপায়ে লক্ষ্মীদেবী গৃহে সুস্থির হইয়া থাকেন তাহাও বল। ৫

শ্রীশিব বলিলেন--হে মহাভাগ্যবতি। সাধু সাধু। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা লোকে সার হইতে সারতর এবং গোপনীয় হইতে গোপনীয়তর এবং মহৎ। ৬

লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য সকল পাপ হরণ করে, ইহা পুণ্য, সকল দেবতাকর্তৃক নমস্কার সমন্বিত, সকল মন্ত্রস্বরূপ, সাক্ষাৎ সকল যজ্ঞের ফলপ্রদানকারী. ইহা যত্নপূর্বক চিন্তা করা

সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদেবনমস্কৃতম্।
সর্বমন্ত্রময়ং সাক্ষাৎ সর্বযজ্ঞফলপ্রদম্।। ৭
চিন্তনীয়ং প্রযত্নেন পঠনীয়ং প্রযত্নতঃ।
বিনা জপেন হোমেন বিনা ধ্যানেন তপসা।
ফলঞ্চ লভতে মর্ত্যো লক্ষ্মীমাহাত্ম্যকীর্তনাৎ।। ৮
প্রাণস্বরূপমেতত্তু ন কস্মৈচিৎ প্রকাশিতম।
তব স্নেহান্মহাদেবি কথায়ামি সমাসতঃ।। ৯

শ্রীশিব উবাচ--

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাঙ্গীং রামাং রাজীবলোচনাম্।
নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং রামস্য বামতঃস্থিতাম্।। ১০
চিন্তামণিগৃহে রত্নসিংহাসনস্থিতাং সতীম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েদ্ যস্তু স ভবেৎ কমলাপ্রিয়ঃ।। ১১
সদাচাররতা যত্র আস্তিকা মানবাস্তথা।
ন বিরোধো গৃহে যত্র তত্র লক্ষ্মীর্বসেদ্ ধ্রুবম্।। ১২
যোহধর্মঞ্চ পরিত্যজ্য ধর্মঞ্চাপি নিষেবতে।
কমলা নিশ্চলা তস্মিন সত্যং সত্যং হি পার্বতি।। ১৩
অতিথেঃ সেবকো যশ্চ জ্ঞানযজ্ঞতপোরতঃ।
কমলা নিশ্চলা তস্য সত্যং সত্যং বদামি তে।। ১৪

উচিত এবং পাঠ করা উচিত। জপ, হোম, ধ্যান ও তপস্যা ব্যতীতও মানুষ লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যকীর্তনে ফললাভ করে। ৭-৮

হে মহাদেবি! এই লক্ষ্মীমাহাত্ম্য প্রাণস্বরূপ, ইহা কাহারও নিকট প্রকাশিত হয় নাই। তোমার উপর স্নেহবশতঃ আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। ৯

শিব বলিলেন-যে ব্যক্তি তপ্তকাঞ্চনবর্ণসদৃশ অঙ্গ-বিশিষ্ট, মনোহর, পদ্মসদৃশনেত্রযুক্ত, নানা অলঙ্কারে সুশোভিত, রামচন্দ্রের বামে অবস্থিত, চিন্তামণিগৃহে রত্নসিংহাসনে বিরাজিত, সতী, লক্ষ্মীদেবীকে এইরূপ চিন্তা করে, সে লক্ষ্মীর প্রিয় হয়। ১০-১১

যেখানে মানুষ সদাচারে রত এবং আস্তিক, যে গৃহে বিরোধ (ঝগড়া) হয় না, সেইখানে লক্ষ্মী নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন। ১২

যে মানুষ অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের সেবা করে, লক্ষ্মীদেবী তাহার নিকট নিশ্চল হন, হে পার্বতি! ইহা সত্য, সত্য। ১৩

যে ব্যক্তি অতিথির সেবক এবং জ্ঞানযজ্ঞ ও তপস্যায় রত, লক্ষ্মী তাহার নিকট নিশ্চলা হন, তোমাকে ইহা সত্য সত্যই বলিতেছি। ১৪

পতিপরায়ণা যত্র যত্র নারী সুরূপিণী।
গেহিনী ধর্মিণী যত্র তত্র লক্ষ্মীর্বিরাজতে।। ১৫
কেশসংস্করণঞ্চৈব আদর্শে মুখদর্শনম্।
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তর্পণং দন্তধাবনম্।। ১৬
দিবসস্যাগ্রভাগে তু ন কুর্যাদ্ যো হি মানবঃ।
তং দৃষ্ট্বা কমলা ক্ষিপ্তং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ।। ১৭
গ্রামে তীর্থে তথা ক্ষেত্রে তথান্যপথি মধ্যতঃ।
মলমূত্র-পরিত্যাগী অলক্ষ্মাঃ স প্রিয়ঃ সুতঃ।। ১৮
মলং মূত্রং তথা কেশং কপালং ভস্ম চৈব হি।
ন পাদেন স্পৃশেদ্ যো হি লক্ষ্মীং সমভিকাঙ্ক্ষতি।। ১৯
নগ্নো ভূত্বা ন চ স্নাতি ন চ শেতে উলঙ্গকঃ।
লক্ষ্মীর্বিরাজতে তস্মিন্ সত্যং ব্রুমি হি শঙ্করি।। ২০
দশাহীনং তথা চ্ছিন্নং বস্ত্রং মলিনদূষিতম্।
ঘৃণয়া ত্যজ্যতে যেন স ভবেৎ কমলাপ্রিয়ঃ।। ২১

ইতি রুদ্রযামলে শিবগৌরীসংবাদে কমলাপ্রীতিসাধনং নাম লক্ষ্মীচরিত্রং সমাপ্তম।।

যে গৃহি নারী পতিপরায়ণা সুরূপা, গৃহকর্ত্রী ধর্মশীলা সেইখানে লক্ষ্মী বিরাজিত হন। ১৫

যে মানুষ দিবসের প্রথমে—কেশসংস্কার, দর্পণে মুখদর্শন, দেবতা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ, দন্তধাবন করে না, তাহাকে দেখিয়া লক্ষ্মী চঞ্চল হইয়া তাহাকে দূর হইতে বর্জন করেন। ১৬-১৭

যে গ্রামে, তীর্থে, জমিতে, রাস্তায়, রাস্তার মধ্যে মলমূত্র পরিত্যাগ করে, সে অলক্ষ্মীর প্রিয় পুত্র হয়। ১৮

যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার পক্ষে পায়ের দ্বারা মল, মূত্র, কেশ, মানুষের মাথার খুলি ও ভস্ম স্পর্শ করা উচিত নয়। ১৯

হে শঙ্করি! যে ব্যক্তি নগ্ন হইয়া স্নান করে না এবং নগ্ন হইয়া শয়ন করে না, সেই ব্যক্তিতে লক্ষ্মী বিরাজ করেন। ইহা সত্য বলিতেছি। ২০

যে মানুষ দশা (পাড়) রহিত, ছিন্ন, মলিন ও দোষাদিযুক্ত বস্ত্র ঘৃণাপূর্বক পরিত্যাগ করে, সে লক্ষ্মীর প্রিয় হয়। ২১

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীগ্রন্থে লক্ষ্মীচরিত্র নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

লক্ষ্মীস্তোত্রম্

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

অথাহঃ সম্প্রবক্ষ্যামি লক্ষ্মীস্তোত্রমনুত্তমম্।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্‌যস্য বরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।। ১
গুহ্যাদ্ গুহ্যাতরং পুণ্যং সর্বদেবনমস্কৃতম।
সর্বমন্ত্রময়ং সাক্ষাচ্ছৃণু পর্বতনন্দিনি।। ২
অনন্তরূপিণীং লক্ষ্মীমপারগুণসাগরীম্।
অণিমাদিসিদ্ধিদাত্রীং চ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ৩
আপদুদ্ধারিণী ত্বং হি আদ্যা শক্তিঃ শুভা পরা।
আদ্যা আনন্দদাত্রী চ শিরসা প্রণমামাহম্ ।। ৪
ইন্দুমূখী ইষ্টদাত্রী ইষ্টমন্ত্রস্বরূপিণী।
ইচ্ছাময়ী জগন্মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ৫
উমা উমাপতেস্ত্বং ত উৎকণ্ঠাকুলনাশিনী।
উর্বীশ্বরি জগন্মাতলক্ষ্মি দেবি নমোহস্তু তে।। ৬
ঐরাবতপতেঃ পূজ্যা ঐশ্বর্যাণাং প্রদায়িণী।
ঔদার্যগুণসম্পন্না লক্ষ্মী দেবি নমোহস্তুতে।। ৭

অনন্তর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীস্তোত্র বলিতেছি, উত্তম ব্যক্তি যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে। ১

হে পর্বতপুত্রি! এই লক্ষ্মীস্তোত্র গোপণীয় হইতে গোপনীয়তর, ইহা পূণ্যদায়ক, সকল দেবতা কর্তৃক নমস্কৃত (প্রশংসিত) ইহা সকল মন্ত্রস্বরূপ, সাক্ষাৎ (আমার নিকট হইতে) ইহা শোন। ২

অনন্তস্বরূপিণী, অপারগুণসমূদ্রতুল্যা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিদাত্রী লক্ষ্মীদেবীকে মস্তকের দ্বারা (মস্তক আনত করিয়া) আমি প্রণাম করি। ৩

তুমি আপদ্ হইতে উদ্ধারকারিণী, তুমি সংসারের আদিতেও স্থিত, মঙ্গলময়ী, পরা শক্তি-স্বরূপিণী, সকলের আদিতে বর্তমানা, তুমি সকল জীবের আনন্দদাত্রী, তোমাকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ৪

হে জগন্মাতঃ! তুমি চন্দ্রবদনা, জীবের ইষ্টপ্রদাত্রী, ইষ্টমন্ত্রস্বরূপিণী, ইচ্ছাময়ী, তোমাকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ৫

হে দেবি লক্ষ্মী জগন্মাতঃ! তুমি উমাপতি মহাদেবের উমাস্বরূপিণী, জীবের উৎকণ্ঠাসমূহের নাশকারিণী, পৃথিবীর ঈশ্বরী, তোমাকে নমস্কার। ৬

হে লক্ষ্মী দেবি! তুমি ইন্দ্রের পূজ্যা, ঐশ্বর্যপ্রদানকারিণী, উদরতাগুণ সম্পন্না, তোমাকে নমস্কার। ৭

কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতা দেবি কলিকল্মষনাশিনী।
কৃষ্ণচিত্তহরা কর্ত্রি শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ৮
কন্দর্পদমনা দেবী কল্যাণী কমলাননা।
করুণার্ণবসম্পূর্ণা শিরসা প্রণমাম্যহম।। ৯
খঞ্জনাক্ষী খগনাসা দেবি খেদবিনাশিনী।
খঞ্জরীটগতিশ্চৈব শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ১০
গোবিন্দবল্লভা দেবী গন্ধর্বকুলপাবনী।
গোলকবাসিনী মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।।
জ্ঞানদা গুণদা দেবি গুণাধ্যক্ষা গুণাকরী।
গন্ধপুষ্পধরা মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ১২
ঘনশ্যামপ্রিয়া দেবি ঘোরসংসারতারিণী।
ঘোরপাপহরা চৈব শিরসা প্রণমাম্যহম।। ১৩
চতুর্বেদময়ী চিন্ত্যা চিত্তচৈতন্যদায়িনী।
চতুরাননপূজ্যা চ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ১৪
চৈতন্যরূপিণী দেবি চন্দ্রকোটিসমপ্রভা।
চন্দ্রার্কনখরজ্যোতির্লক্ষ্মীদেবি নমাম্যহম্।। ১৫

হে দেবি, হে কর্ত্রি! তুমি কৃষ্ণের বক্ষঃদেশে স্থিতা, কলির পাপনাশিনী, কৃষ্ণের চিত্তহরণকারিনী, তোমাকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ৮

হে দেবি! তুমি মদনের দমনকারিণী, কল্যাণী (মঙ্গলময়ী), পদ্মাননা, করুণারূপ সমুদ্রের দ্বারা পরিপূর্ণ, তোমাকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ৯

হে দেবি! তোমার চক্ষু খঞ্জন পক্ষীর চক্ষুর মত সুন্দর, গরুড়ের নাসিকাসদৃশ তোমার নাসিকা, তুমি জীবের দুঃখবিনাশিনী, খঞ্জনপক্ষীর গতির মত তোমার গতি। তোমাকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ১০

হে দেবি! তুমি গোবিন্দপ্রিয়া, গন্ধর্বসমূহের পবিত্রকারিণী, গোলকবাসিনী। হে মাতঃ! তোমাকে আমি মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ১১

হে দেবি! হে মাতঃ! তুমি জ্ঞানদায়িনী,গুণপ্রদায়িনী, গুণের পরিচালয়িত্রী,কল্যাণ গুণসমূহের আলয়,গন্ধপুষ্পধারিণী,তোমাকে আমি মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ১২

হে দেবি! তুমি ঘনশ্যাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, ঘোরসংসার হইতে জীবের তারণকারিণী, ঘোরপাপের অপহরণকারিণী। আমি তোমাকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ১৩

(হে দেবি!) তুমি চতুর্বেদস্বরূপিণী, জীবের চিন্তার যোগ্যা, চিত্তের চেতনাদায়িনী, ব্রহ্মাকর্তৃক পূজ্যা, আমি তোমাকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ১৪

হে দেবি লক্ষ্মী! তুমি চৈতন্যস্বরূপিণী, কোটিচন্দ্রতুল্য প্রভাবিশিষ্ট; তোমার নখপ্রভা চন্দ্র ও সূর্যের সদৃশ দীপ্তিশীল, আমি তোমাকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ১৫

চপলা চতুরাধ্যক্ষা চরমে গতিদায়িনী।
চরাচরেশ্বরী লক্ষ্মী শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ১৬
ছত্রচামরযুক্তা চ ছলচাতুর্যনাশিনী।
ছিদ্রৌঘহারিণী মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ১৭
জগন্মাতা জগৎকর্ত্রী জগদাধাররূপিণী।
জয়প্রদা জানকী চ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ১৮
জানকীশপ্রিয়া ত্বং হি জনকোৎসবদায়িনী।
জীবাত্মনী চ ত্বং মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ১৯
ঝিঞ্জীরবস্বনা দেবি ঝঞ্জাবাতনিবারিণী।
ঝর্ঝরপ্রিয়বাদ্যা চ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ২০
টঙ্ককদায়িনী ত্বং হি ত্বঞ্চ টঙ্কাররূপিণী।
ঢক্কাদিবাদ্যপ্রণয়া ডম্ফবাদ্যবিমোদিনী।
ডমরুপ্রণয়া মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ২১
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা ত্রৈলোক্যলোকতারিণী।
ত্রিলোকজননী লক্ষ্মি শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ২২
ত্রৈলোক্যসুন্দরী ত্বং হি তাপত্রয়নিবারিণী।
ত্রিগুণধারিণী মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ২৩

হে লক্ষ্মী! তুমি চঞ্চলা, দক্ষা, অধ্যক্ষা (পরিচালিকা) অন্তিম সময়ে জীবের গতিদায়িনী, চরাচরের ঈশ্বরী। তোমাকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ১৬

হে জননী! তুমি ছত্র ও চামর শোভিতা, দুষ্টব্যক্তির ছল ও চতুরতানাশকারিণী, সকল ছিদ্র (অপরাধ)নাশকারিণী,তোমাকে আমি মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ১৭

তুমি জগন্মাতা, জগতের কর্ত্রী, জগতের আধারভূতা, জয়প্রদানকারিণী, জানকী, মস্তক অবনত করিয়া তোমাকে প্রণাম করি। ১৮

হে মাতঃ! তুমি সীতাপতির প্রিয়া, মিথিলাধিপতি জনকের আনন্দদায়িনী, জীবের আত্মস্বরূপিণী, তোমাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ১৯

হে মাতঃ! ঝিঞ্জীরশব্দসদৃশ তোমার কণ্ঠস্বর মধুর, তুমি ঝঞ্জাবায়ু নিবারণকারিণী, ডিণ্ডিমবাদ্যপ্রিয়, তোমাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ২০

হে মাতঃ! তুমি মানুষকে টাকা দাও, তুমি টকাররূপিণী, তুমি ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যপ্রিয়া, ডম্ফ বাদ্যে তুমি আনন্দিত হও, তুমি ডমরু বাদ্য ভালবাস, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ২১

হে লক্ষ্মীদেবি! তপ্তকাঞ্চনের বর্ণের মত তোমার অঙ্গকান্তি, তুমি ত্রিভুবনের লোক (জীব) তারণকারিনী, তুমি ত্রিলোকের জননী, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ২২

হে মাতঃ! তুমি ত্রিলোকে সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্যবতী, জীবের ত্রিবিধ দুঃখনিবারিণী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ তিন গুণের আশ্রয়। তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ২৩

ত্রৈলোক্যমঙ্গলা ত্বং হি তীর্থমূলপদদ্বয়া।
ত্রিকালজ্ঞা ত্রাণকর্ত্রী শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ২৪
দুর্গতিনাশিনী ত্বং হি দারিদ্র্যাপদ্‌বিনাশিনী।
দ্বারকাবাসিনী মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ২৫
দেবতানাং দুরারাধ্যা দুঃখশোকবিনাশিনী।
দিব্যাভরণভূষাঙ্গী শিরসা প্রণমাম্যহম।। ২৬
দামোদরপ্রিয়া ত্বং হি দিব্যযোগপ্রদর্শিনী।
দয়াময়ী দয়াধ্যক্ষা[১] (দয়াধ্যক্ষী) শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ২৭
ধান্যাতীতা ধরাধ্যক্ষা (ধরাধ্যক্ষী)ধনধান্যপ্রদায়িনী।
ধর্মদা ধৈর্যদা মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ২৮
নবগোরোচনা গৌরী নন্দনন্দনগেহিনী।
নবযৌবনচার্বঙ্গী শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ২৯
নানারত্নাদিভূষাঢ্যা নানারত্নপ্রদায়িনী।
নিতম্বিনী নলিনাক্ষী লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৩০
নিধুবনপ্রেমানন্দা নিরাশ্রয়গতি প্রদা।
নির্বিকারা নিত্যরূপা লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৩১

তুমি ত্রিভুবনে মঙ্গলময়ী, তোমার চরণদ্বয় সকল তীর্থের মূল, তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানরূপ ত্রিকাল-দর্শিনী, তুমি সকল জীবের ত্রাণকর্ত্রী, তোমাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ২৪

হে মাতঃ! তুমি দুর্গতি-নিবারিণী, দারিদ্র্য ও বিপদ্-নাশিনী, তুমি দ্বারকাবাসিনী, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ২৫

দেবগণ তোমাকে বহুকষ্টে আরাধনা করেন, তুমি দেবগণের দুঃখ ও শোক নাশ কর, তোমার অঙ্গ দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ২৬

তুমি দামোদরের (কৃষ্ণের) প্রিয়া, তুমি সাধককে দিব্য যোগ প্রদর্শন কর, তুমি দয়াময়ী ও দয়ার পরিচালিকা, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ২৭

হে জননী! তুমি ধ্যানের অতীত, পৃথিবীর অধ্যক্ষ, ধন ও ধান্যদায়িনী, ধর্ম এবং ধৈর্যপ্রদায়িনী, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ২৮

তুমি নব গোরোচনাসদৃশ গৌরবর্ণা, নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের গৃহিণী, তুমি নবযৌবনান্বিতা চারু অঙ্গযুক্তা তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ২৯

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি বিবিধ রত্নাদি অলঙ্কারে ভূষিত, আবার তুমি নানারত্নপ্রদান কর। নিতম্বশালিনী, তুমি কমলনয়না। তোমাকে নমস্কার। ৩০

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি নির্বিকারা, নিত্যরূপা, পরমাত্মাতে সম্মিলিত জীবের প্রেমানন্দদায়িনী, তুমি নিরাশ্রয়ের গতিপ্রদায়িনী, তোমাকে নমস্কার।। ৩১

১। বোম্বাই সংস্করণে 'দয়াধ্যক্ষী' পাঠ-আছে, উহা শুদ্ধ নয় বলিয়া 'দয়াধ্যক্ষা' পাঠ করা হইয়াছে।

পূর্ণানন্দময়ী ত্বং হি পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।
পরাশক্তিঃ পরাভক্তির্লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৩২
পূর্ণচন্দ্রমুখী ত্বং হি পরানন্দ-প্রদায়িনী।
পরমার্থপ্রদা লক্ষ্মি শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ৩৩
পুন্ডরীকাক্ষিণী ত্বং হি পুন্ডরীকাক্ষগেহিনী।
পদ্মরাগধরা ত্বং হি শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ৩৪
পদ্মা পদ্মাসনা ত্বং হি পদ্মমালাবিধারিণী।
প্রণবরূপিণী মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ৩৫
ফুল্লেন্দুবদনা ত্বং হি ফণিবেণী-বিমোহিনী।
ফণিশায়িপ্রিয়া মাতঃ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ৩৬
বিশ্বকর্ত্রী বিশ্বভর্ত্রী বিশ্বধাত্রী বিশ্বেশ্বরী।
বিশ্বারাধ্যা বিশ্ববাহ্যা লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৩৭
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুশক্তির্বীজমন্ত্রস্বরূপিণী।
বরদা বাক্যসিদ্ধা চ শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ৩৮

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি পূর্ণানন্দময়ী, পূর্ণসনাতন ব্রহ্মরূপিণী, তুমি পরমা শক্তি ও পরাভক্তি-রূপিণী, তোমাকে নমস্কার। ৩২

হে লক্ষ্মী! তোমার মুখপদ্ম পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, তুমি পরমানন্দপ্রদায়িণী, তুমি পরমার্থরূপ মোক্ষদায়িনী, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ৩৩

(হে দেবি) তোমার নেত্রদ্বয় শ্বেতপদ্ম-সদৃশ, তুমি পুন্ডরীকাক্ষ বিষ্ণুর গৃহিণী, তুমি মানিক্যধারিণী, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ৩৪

হে জননী! তুমি পদ্মোপরি সমাসীনা, পদ্মা নামে খ্যাতা, পদ্মমালাধারিনী, তুমি ওঁকার-স্বরূপিণী, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ৩৫

হে মাতঃ। তোমার মুখকমল প্রকাশমান চন্দ্রসদৃশ, সর্পসদৃশ বেণী দ্বারা তুমি সকলকে বিমুগ্ধ কর, তুমি অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর প্রিয়া, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ৩৬

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি বিশ্বের সৃজন, পালন ও ধারণকারিণী, বিশ্বের ঈশ্বরী, বিশ্বজনের আরাধ্যা অথচ বিশ্বের বাহিরে অর্থাৎ বিশ্বের সহিত অসংসৃষ্টা, তোমাকে নমস্কার। ৩৭

হে দেবি! তুমি বিষ্ণুর প্রিয়া, বিষ্ণুর শক্তি, বীজমন্ত্রস্বরূপিণী, বরদানকারিণী, বাক্‌সিদ্ধিযুক্তা, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। (প্রত্যেক দেবতার বীজমন্ত্র বা মূল মন্ত্র আছে। বীজমন্ত্র এবং দেবতা অভিন্ন, যেমন নাম নামী অভিন্ন। বীজের মধ্যে যেমন বিশাল বৃক্ষ সুক্ষ্মভাবে অবস্থিত, সেইরূপ বীজমন্ত্রের মধ্যে দেবতা অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মীদেবীকে সকল জগতের ঈশ্বরী বলায় তিনি সকল দেবতার বীজমন্ত্রস্বরূপিণী, ইহা বুঝান হইয়াছে। যিনি যাহা বলেন তাহা সিদ্ধ হইলে তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি আছে বুঝা যায়। এখানে লক্ষ্মীদেবীকে সেই বাক্‌সিদ্ধিসম্পন্না বলা হইয়াছে)। ৩৮

ভক্তিমুক্তিপ্রদা ত্বং হি ভক্তানুগ্রহকারিণী।
ভবার্ণব-ত্রাণকর্ত্রী লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৪০
ভক্তিপ্রিয়া ভাগীরথী ভক্তমঙ্গলদায়িনী।
ভয়দা ভয়দাত্রী চ লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৪১
বেণুবাদ্যপ্রিয়া ত্বং হি বংশীবাদ্যবিনোদিনী।
বিদ্যুদ্‌গৌরী মহাদেবি লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৩৯
নমোহভীষ্টপ্রদা ত্বং হি মহামোহবিনাশিনী।
মোক্ষদা মানদাত্রী চ লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৪২
মহাধন্যা মহামান্যা মাধবমনোমোহিনী।
মুখরা প্রাণহন্ত্রী চ লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে। ৪৩
যৌবনপূর্ণসৌন্দর্য্যা যোগমায়া যোগেশ্বরী।
যুগ্মশ্রীফলবক্ষাশ্চ লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৪৪
যুগ্মাঙ্গদবিভূষাঢ্যা যুবতীনাং শিরোমণিঃ।
যশোদাসুতপত্নী চ লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৪৫
রূপযৌবনসম্পন্না রত্নালঙ্কারধারিণী।
* রূপেন্দুকোটি-সৌন্দর্যা লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৪৬

হে মহাদেবি, হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি বেণুবাদ্যপ্রিয়া, বংশীবাদ্যে অনন্দযুক্তা, বিদ্যুতের মত গৌরী, তোমাকে নমস্কার। (বেণু = এক প্রকার সরু বাঁশের বাদ্যযন্ত্র। বংশী = বিশিষ্ট একপ্রকার বাঁশের নির্মিত বাদ্যযন্ত্র)। ৩৯

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি ভক্তি ও মুক্তি প্রদানকারিণী, তুমি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারিণী, তুমি সংসার সমুদ্র হইতে জীবের ত্রাণকর্ত্রী, তোমাকে নমস্কার। ৪০

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি ভক্তের প্রিয়, তুমি ভাগীরথীস্বরূপিণী, তুমি ভক্তের মঙ্গলদায়িনী, ভয়-খন্ডনকারিণী ও অভয়দায়িনী। তোমাকে নমস্কার। ৪১

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি ভক্তের অভিষ্টদায়িনী, মহামোহরূপ মায়া বিনাশকারিণী, মোক্ষদাত্রী, মানদায়িনী। তোমাকে নমস্কার। ৪২

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি অতিশয় ধন্যা ও অতিশয় পূজ্যা, তুমি মাধবের মনোমোহিনী, যাহারা কটু কুৎসিত অনেক কথা বলে তুমি তাহাদের প্রাণবিনাশিনী, তোমাকে নমস্কার।৪৩

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি যৌবনপূর্ণা অতএব সৌন্দর্য্যাতিশায়িনী, তুমি যোগমায়া (জীবের পরমাত্মযোগে তুমি সহায়িনী) তুমি যোগীদিগের ঈশ্বরী, যুগ্ম বিল্বফলের ন্যায় তোমার বক্ষ স্তনবিশিষ্ট, তোমাকে নমস্কার। ৪৪

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি কেয়ূরদ্বয় ভূষিত (দুই হস্তে দুইটি কেয়ূর সমন্বিত) তুমি যুবতীগণের মস্তক মণিস্বরূপ, তুমি যশোদানন্দনের পত্নী, তোমায় নমস্কার। ৪৫

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি সাতিশয় রূপ ও যৌবনযুক্তা, রত্নের অলঙ্কারধারিণী, রূপে কোটিচন্দ্রের সৌন্দর্য্য-সমন্বিতা, তোমাকে নমস্কার। ৪৬

---

* বোম্বাই সংস্করণে "একেন্দুকোটি সৌন্দর্যা" এই রূপ পাঠ আছে, কিন্তু ঐ পাঠ অশুদ্ধ মনে হওয়ায় "রূপেন্দুকোটিসৌন্দর্যা" করা হইয়াছে।

রমা রামা রামপত্নী রাজরাজেশ্বরী তথা।
রাজ্যদা রাজ্যহন্ত্রী চ লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।। ৪৭
লীলালাবণ্যসম্পন্না লোকানুগ্রহকারিণী।
ললনাপ্রীতিদাত্রী চ লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।। ৪৮
বিদ্যাধরী তথা বিদ্যা বসুদা ত্বং হি বন্দিতা।
বিন্ধ্যাচলবাসিনী চ লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।। ৪৯
শুভ্রকাঞ্চনগৌরাঙ্গী শঙ্খকঙ্কণধারিণী।
শুভদা শীলসম্পন্না লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।। ৫০
ষট্চক্রভেদিনী ত্বং হি ষড়ৈশ্বর্যপ্রদায়িনী।
ষোড়শী বয়সা ত্বং হি লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তুতে।। ৫১
সদানন্দময়ী ত্বং হি সর্বসম্পত্তিদায়িনী।
সংসার-তারিণী দেবি শিরসা প্রণমাম্যহম।। ৫২
সুকেশী সুখদা দেবী সুন্দরী সুমনোরমা।
সুরেশ্বরী সিদ্ধিদাত্রী শিরসা প্রণমাম্যহম।। ৫৩
সর্বসঙ্কটহন্ত্রী চ সত্যসত্ত্বগুণান্বিতা।
সীতাপতিপ্রিয়া দেবি শিরসা প্রণমাম্যহম্।। ৫৪

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি হরিতে রতা, তুমি জীবকে পরমাত্মায় সম্মিলিত কর, তুমি সামন্তরাজগণের একচ্ছত্রাধিপতি রাজারও ঈশ্বরী, তুমি প্রসন্ন হইয়া অপরকে রাজ্য দান কর, আর রুষ্ট হইলে রাজ্য নাশ কর। তোমায় নমস্কার। ৪৭

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি লীলাময়ী ও অতিশয় লাবন্যযুক্তা, তুমি লোককে অনুগ্রহ কর, স্ত্রীলোকগণকে প্রীতি দান কর, তোমায় নমস্কার। ৪৮

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি বিদ্যাধরী (দেবযোনিবিশেষ স্ত্রী) তুমি বিদ্যা, তুমি ধনদায়িনী, তুমি জীবগণের বন্দিতা, তুমি বিন্ধ্যপর্বতবাসিনী, তোমায় নমস্কার। ৪৯

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি শুদ্ধ স্বর্ণের মত গৌরাঙ্গসম্পন্না, শাখা ও বালা হস্তে ধারণ করিয়া আছ, তুমি সকলকে মঙ্গলদান কর, তুমি উত্তম স্বভাবযুক্তা, তোমায় নমস্কার। ৫০

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক ষট্চক্র ভেদ করিয়া থাক, তুমি ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য- এই ষড়ৈশ্বর্য প্রদান কর, বয়সে তুমি সর্বদা যোল বৎসর বয়সের অবস্থা যুক্ত; তোমায়; নমস্কার। ৫১

হে দেবি! তুমি সদানন্দময়ী, তুমি সমস্ত সম্পত্তি দানে সমর্থা, তুমি জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার কর। তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ৫২

হে দেবি! সুন্দর কেশযুক্তা, তুমি সুখদায়িনী, তুমি সুন্দরী ও অতিশয় মনের আনন্দদায়িনী, দেবগণের ঈশ্বরী, তুমি সিদ্ধিদাত্রী, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ৫৩

হে দেবি! তুমি জীবের সকল সঙ্কট নাশ কর, তুমি সত্য ও সত্ত্বগুণযুক্তা, সীতাপতি রামচন্দ্রের প্রিয়া, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ৫৪

হেমাঙ্গী চ হাস্যমুখী হরিচেতোবিমোহিনী।
হরিপাদপ্রিয়া দেবি শিরসা প্রণমাম্যহম।। ৫৫
ক্ষেমকারী ক্ষমাদাত্রী ক্ষৌমবাসবিধারিণী।
ক্ষীরমধ্যা চ ক্ষেত্রাঙ্গী লক্ষ্মীদেবি নমোহস্তু তে।। ৫৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ--

অকারাদি ক্ষকারান্তং লক্ষ্মীদেব্যাঃ স্তবং শুভম্।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন ত্রিসন্ধ্যঞ্চ দিনে দিনে।। ৫৭
পূজনীয়া প্রযত্নেন কমলা করুণাময়ী।
বাঞ্ছাকল্পলতা সাক্ষাদ্ ভূক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী।। ৫৮
ইদং স্তোত্রং পঠেদ্ যস্তু শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদপি।
ইষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং হি পার্বতি।। ৫৯
ইদং স্তোত্রং মহাপূণ্যং যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ।
তঞ্চ দৃষ্টা ভবেন্মুকো বাদী সত্যং ন সংশয়ঃ।। ৬০
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্ যস্তু পঠেদ্বা পাঠয়েদপি।
রাজানো বশমায়ান্তি তং দৃষ্টা গিরিনন্দিনি।। ৬১
তং দৃষ্টা দুষ্টসঙ্ঘাশ্চ পলায়ন্তে দিশো দশ।
ভূতপ্রেতগ্রহা যক্ষা রাক্ষসাঃ পন্নগাদয়ঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্তা বৈ স্তোত্রস্যাপি চ কীর্তনাৎ।। ৬২

হে দেবি! তুমি সুবর্ণের মত অঙ্গবিশিষ্টা, তোমার মুখকমল হাস্যযুক্ত,তুমি হরির চিত্ত বিমোহনকারিণী, তুমি হরির পাদপদ্মের সেবায় প্রিয়া, তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। ৫৫

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি মঙ্গলকারিণী, তুমি জীবকে সহনশীলতা দান কর, তুমি পট্টবস্ত্র পরিহিতা, তোমার মধ্যদেশ দুগ্ধের মত শুদ্ধ কৃশ, তোমার অঙ্গ সকল তীর্থস্বরূপ, তোমায় নমস্কার। ৫৬

শঙ্কর বলিলেন-প্রত্যেক দিন তিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীদেবীর অ-কারাদি ক্ষকারপর্যন্ত শুভ স্তব যত্নপূর্বক পাঠ করিবে। করুণাময়ী, বাঞ্ছাকল্পলতাসদৃশী, ভোগ ও মোক্ষদায়িনী লক্ষ্মীদেবীকে যত্নপূর্বক পূজা করিবে। ৫৭-৫৮

হে পার্বতি! যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে বা শ্রবণ করে, তাহার ইষ্ট সিদ্ধি হয়, ইহা সত্য সত্য। ৫৯

যে ভক্তিযুক্ত হইয়া এই মহাপূণ্য স্তোত্র পাঠ করে, তাহাকে দেখিয়া বাদী মূক (বাক্‌শক্তি রহিত) হইয়া যায়, ইহা সত্য-ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৬০

হে পর্বতপুত্রি! যে ব্যক্তি এই লক্ষ্মীস্তোত্র শ্রবণ করে বা অপরকে শ্রবণ করায়, পাঠ করে বা অপরের দ্বারা পাঠ করায়, রাজারা তাহাকে দেখিয়া বশীভূত হইয়া যায়। ৬১

যে এই স্তোত্র শোনে, বা শোনায়, পড়ে বা পড়ায় অথবা এই স্তোত্রের কীর্তন যে করে, তাহাকে দেখিয়া দুষ্টলোক সকল দশদিকে পলায়ন করে, ভূত প্রেত, গ্রহ, যক্ষ, রাক্ষস ও সর্পাদি ভয়ার্ত হইয়া অপসরণ করে। ৬২

সুরশ্চ অসুরাশ্চৈব গন্ধর্বাঃ কিন্নরাদয়ঃ।
প্রণমন্তি সদা ভক্ত্যা তং দৃষ্টা পাঠকং মুদা।। ৬৩
ধনার্থী লভতে চার্থং পুত্রার্থী চ সুতং লভেৎ।
রাজ্যার্থী লভতে রাজ্যং স্তবরাজস্য কীর্তনাৎ।। ৬৪
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ।
মহাপাপোপপাপং চ তরন্তি স্তবকীর্তনাৎ।। ৬৫
গদ্যপদ্যময়ী বাণী বদনাত্ত্ব প্রজায়তে।
অষ্টসিদ্ধিমবাপ্নোতি লক্ষ্মীস্তোত্রস্য কীর্তনাৎ।। ৬৬
বন্ধ্যা চাপি লভেৎ পুত্রং গর্ভিণী প্রসবেৎ সুতম্।
পঠনাৎ স্মরণাৎ সত্যং বচ্মি তে গিরিনন্দিনি।। ৬৭
ভূর্জপত্রে সমীলিখ্য রোচনাকুঙ্কুমেন তু।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্‌যস্তু গন্ধপুষ্পাক্ষতৈস্তথা।। ৬৮
ধারয়েদ্দক্ষিণে বাহৌ পুরুষঃ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া।
যোষিদ্ বামভুজে ধৃত্বা সর্বসৌখ্যময়ী ভবেৎ।। ৬৯
বিষং নির্বিষতাং যাতি অগ্নির্যাতি চ শীততাম্।
শত্রবো মিত্রতাং যান্তি স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ।। ৭০
বহুনা কিমিহোক্তেন স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ।
বৈকুণ্ঠে চ বসেন্নিত্যং বচ্মি সত্যং সুরেশ্বরি।। ৭১

ইতি রুদ্রযামলে শিবগৌরীসংবাদে অকারাদিক্ষকারান্তবর্ণগ্রথিতং লক্ষ্মীস্তোত্রম্।

সেই লক্ষ্মীস্তোত্রের পাঠকারীকে দেখিয়া দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতি সর্বদা ভক্তিপূর্বক আনন্দে প্রণাম করে। ৬৩

এই শ্রেষ্ঠ স্তব কীর্তনের ফলে ধনার্থী ধন, পুত্রার্থী পুত্র ও রাজ্যার্থী রাজ্য লাভ করে। ৬৪

এই স্তবের কীর্তন করিলে মানুষ ব্রাহ্মণহত্যা, সুরাপান, চৌর্য, গুরুপত্নীগমন প্রভৃতি জনিত মহাপাতক সকল ও উপপাতকসকল হইতে তরিয়া যায়। ৬৫

এই লক্ষ্মীস্তোত্রের কীর্তন হইতে স্তোত্র পাঠকারীর মুখ হইতে গদ্য ও পদ্যময়ী বাণী (বাক্য) আবির্ভূত হয়, আর সেই স্তোত্র পাঠকারী অষ্ট সিদ্ধি (অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব,বশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব) প্রাপ্ত হয়। ৬৬

হে পর্বতনন্দিনি। এই স্তোত্রের পাঠ বা স্মরণ হইতে বন্ধ্যা পুত্র লাভ করে, গর্ভিণী পুত্র প্রসব করে, আমি তোমাকে বলিতেছি, ইহা সত্য। ৬৭

যে পুরুষ রোচনা ও কুঙ্কুম দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই স্তোত্র লিখিয়া ভক্তিপূর্বক গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত (আতপ চাল) দ্বারা পূজা করে, সে সিদ্ধির আকাঙ্খা করিয়া দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিবে। আর স্ত্রীলোক বাম বাহুতে ধারণ করিয়া সকল সুখ প্রাপ্ত হয়। ৬৮-৬৯

এই স্তবের মাহাত্ম্যে বিষ নির্বিষ হয়, অগ্নি শীতল হয়, শত্রুসকল মিত্র হইয়া যায়। ৭০

হে দেবগণেশ্বরি! আর বেশী বলিয়া কাজ কি? এই স্তবের প্রভাবে স্তব পাঠকারী বৈকুণ্ঠে নিত্য বাস করে। ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি। ৭১

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীগ্রন্থে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

কমলাস্তোত্রম্

ওঁকাররূপিণী দেবি বিশুদ্ধসত্ত্বরূপিণী।
দেবানাং জননী ত্বং হি প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ১
তন্মাত্রঞ্চৈব ভূতানি তব বক্ষঃস্থলং স্মৃতম্।
ত্বমেব বেদগম্যা তু প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ২
দেবদানবগন্ধর্বযক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ।
স্তূয়সে ত্বং সদা লক্ষ্মী প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ৩
লোকাতীতা দ্বৈতাতীতা সমস্তভূতবেষ্টিতা।
বিদ্বজ্জনকীর্তিতা চ প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ৪
পরিপূর্ণা সদা লক্ষ্মী ধাত্রী তু শরণার্থিষু।
বিশ্বাদ্যা বিশ্বকর্ত্রী চ প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ৫
ব্রহ্মরূপা চ সাবিত্রী ত্বদ্দীপ্ত্যা ভাসতে জগৎ।
বিশ্বরূপা বরেণ্যা চ প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ৬
ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমপঞ্চভূতস্বরূপিণী।
বন্ধাদেঃ কারণং ত্বং হি প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ৭

কমলাস্তোত্র

হে দেবি! তুমি ওঁকারস্বরূপিণী, রজস্তমোরহিত কেবল সত্ত্বস্বরূপিণী, তুমি দেবতাগণের জননী। হে সুন্দরি! তুমি প্রসন্না হও। ওঁকার এবং তাহার বাচ্যকে অভিন্ন করিয়া এখানে লক্ষ্মীকে ওঁকার -স্বরূপিণী বলা হইয়াছে। ১

হে সুন্দরি! পঞ্চতন্মাত্রা অর্থাৎ পঞ্চ সূক্ষ্মভূত এবং পঞ্চস্থূলভূত তোমার বক্ষঃস্থল বলিয়া স্মৃত হয়। তুমি বেদের দ্বারা জ্ঞেয়। তুমি প্রসন্না হও। ২

হে লক্ষ্মী! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরসকল তোমাকে সর্বদা স্তুতি করে। হে সুন্দরি! তুমি প্রসন্না হও। ৩

হে সুন্দরি! তুমি ভূরাদি লোকের অতীত, ভেদাতীত অথচ সমস্ত ভূতের দ্বারা বেষ্টিত, বিদ্বান্‌গণ কর্তৃক কীর্তিত। তুমি প্রসন্না হও। ৪

হে লক্ষ্মী! তুমি সর্বদা পূর্ণ, তোমার শরণপ্রার্থিগণকে তুমি ত্রাণ কর, তুমি বিশ্বের আদি, বিশ্বের কর্ত্রী, প্রসন্না হও। ৫

হে সুন্দরি! তুমি ব্রহ্মার স্বরূপ-বিশিষ্টা সাবিত্রী, তোমার দীপ্তিতে জগৎ প্রকাশিত হয়, বিশ্বজগৎ তোমার স্বরূপ, তুমি সকলের বরণীয়া, তুমি প্রসন্না হও। ৬

হে সুন্দরি! পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপ পঞ্চভূত তোমার স্বরূপ, তুমি বন্ধন, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির কারণ, তুমি প্রসন্না হও। ৭

মহেশে ত্বং হৈমবতী কমলা কেশবেঽপি চ।
ব্রহ্মণঃ প্রেয়সী ত্বং হি প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ৮
চণ্ডী দুর্গা কালিকা চ কৌশিকী সিদ্ধিরূপিণী।
যোগিনী যোগগম্যা চ প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ৯
বাল্যে চ বালিকা ত্বং হি যৌবনে যুবতীতি চ
স্থবিরে বৃদ্ধরূপা চ প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ১০
গুণময়ী গুণাতীতা আদ্যা বিদ্যা সনাতনী।
মহত্তত্ত্বাদিসংযুক্তা প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ১১
তপস্বিনী তপঃসিদ্ধিঃ স্বর্গসিদ্ধিস্তদর্থিষু।
চিন্ময়ী প্রকৃতিস্ত্বং তু প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ১২
ত্বমাদির্জগতাং দেবি ত্বমেব স্থিতিকারণম্।
ত্বমন্তে নিধনস্থানং স্বেচ্ছাচারা ত্বমেব হি।। ১৩
চরাচরাণাং ভূতানাং বহিরন্তস্ত্বমেব হি।
ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ ত্বং ভাসি ভক্তবৎসলে।। ১৪
ত্বন্মায়য়া হৃতজ্ঞানা নষ্টাত্মানো বিচেতসঃ।
গতাগতং প্রপদ্যন্তে পাপপুণ্যবশাৎ সদা।। ১৫

হে সুন্দরি! তুমি মহেশ্বরের প্রিয়া হৈমবতী দুর্গা, বিষ্ণুর প্রিয়া লক্ষ্মী, ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রহ্মাণী, তুমি প্রসন্না হও। ৮

হে সুন্দরি! তুমি চণ্ডী, দুর্গা, কালী, কৌশিকী ও সিদ্ধিস্বরূপিণী, তুমি যোগিনী এবং যোগের দ্বারা প্রাপ্য, তুমি প্রসন্না হও। ৯

হে সুন্দরি! তুমি বাল্যে বালিকারূপা, যৌবনে যুবতী, বার্দ্ধক্যে বৃদ্ধরূপা, তুমি প্রসন্ন হও। ১০

হে সুন্দরি! তুমি সত্ত্বরজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয়স্বরূপিণী, আবার উক্ত গুণসমূহের অতীত, তুমি আদ্যারূপা, নিত্য বিদ্যা-(চিন্ময়ী বিদ্যা) স্বরূপিণী, আবার মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বের আশ্রয়, তুমি প্রসন্না হও। ১১

হে সুন্দরি! তুমি তপস্যাপরায়ণা অথচ তপস্যার সিদ্ধিরূপা, স্বর্গ প্রার্থিগণের স্বর্গসিদ্ধিস্বরূপা, তুমি চিন্ময়ী প্রকৃতি (কখনও জড়া প্রকৃতি নয়), তুমি প্রসন্না হও। ১২

হে দেবি! তুমি জগতের আদি অর্থাৎ উৎপত্তি-কারণ, তুমিই স্থিতি-কারণ এবং প্রলয়ে তুমি লয়-কারণ। তুমি আপন ইচ্ছায় কর্ম কর। ১৩

হে ভক্তবৎসল দেবি! তুমি চর ও অচর সকল ভূতের বাহিরে এবং ভিতরে বিদ্যমান। তুমি ব্যাপ্য ও ব্যাপকরূপে প্রকাশিত হও। ১৪

তোমার মায়ায় জীবসকলের আত্মতত্ত্বজ্ঞান অপহৃত হয়, অতএব তাহারা পরলোকের বা আত্মজ্ঞানের সাধন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবিবেকহেতু পাপ ও পুণ্যবশত সর্বদা সংসারে যাতায়াত করে। ১৫

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকারজতং যথা।
যাবন্ন জ্ঞায়তে জ্ঞানং চেতসা নাণ্যগামিনা* ।। ১৬
(ত্বজ্জ্ঞানাত্তু)¹ত্বদজ্ঞানাৎ সদা যুক্তঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
রমন্তে বিষয়ান্ সর্বানন্তে দুঃখপ্রদান্ ধ্রুবম্।। ১৭
ত্বদাজ্ঞয়া তু দেবেশি গগনে সূর্যমণ্ডলম্।
চন্দ্রশ্চ ভ্রমতে নিত্যং প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ১৮
ব্রহ্মেশবিষ্ণুজননী ব্রহ্মাখ্যা ব্রহ্মসংশ্রয়া।
ব্যক্তাব্যক্তা চ দেবেশি প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ১৯
অচলা সর্বগা ত্বং হি মায়াতীতা মহেশ্বরি।
শিবাত্মা শাশ্বতা নিত্যা প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ২০
সর্বকায়নিয়ন্ত্রী চ সর্বভূতেশ্বরেশ্বরী।
অনন্তা নিষ্কলা ত্বং হি প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ২১
সর্বেশ্বরী সর্ববন্দ্যা অচিন্ত্যা পরমাত্মিকা।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা ত্বং হি প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ২২

যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্বভিন্ন অন্য বিষয়ে গমন করে না—এইরূপ চিত্তের দ্বারা চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্বকে জানা না যায়, ততক্ষণ শুক্তিতে রজতদর্শনের মত জগৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। ১৬

তোমার অজ্ঞান বশত প্রাণিগণ সর্বদা পুত্র, দারা, গৃহ প্রভৃতিতে যুক্ত হইয়া পরিণামে বস্তুত দুঃখপ্রদ সমস্ত বিষয়ে রত থাকে। ১৭

হে সুন্দরি! হে দেবগণের ঈশ্বরি। তোমার আজ্ঞায়ই আকাশে সূর্য ও চন্দ্র সর্বদা ভ্রমণ করে, তুমি প্রসন্না হও। ১৮

হে দেবেশ্বরি! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জননী, তুমি ব্রহ্মনামধারিণী, তুমি ব্রহ্মাশ্রিত, তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত অর্থাৎ কার্য ও কারণ-স্বরূপ অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম স্বরূপ। হে সুন্দরি তুমি প্রসন্না হও। ১৯

হে মহেশ্বরি! তুমি চলনবর্জিত, আবার সর্বত্র গমন কর, তুমি মায়াতীত, শিবের আত্মস্বরূপ, সর্বদা একরূপ, নিত্য। হে সুন্দরি! তুমি প্রসন্না হও। ২০

হে সুন্দরী! তুমি সকল জীবের সকল শরীরকে নিয়ন্ত্রিত কর, সকল ভূতের ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী। তুমি দেশ কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদরহিতা, অবয়বশূন্যা, তুমি প্রসন্না হও।২১

হে সুন্দরি! তুমি সকলের ঈশ্বরী, সকলের কর্তৃক বন্দনযোগ্যা, তোমাকে চিন্তা করা যায় না, তুমি পরমাত্মস্বরূপ, তুমি জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদানকারিণী, তুমি প্রসন্না হও। ২২

---

* বোম্বাই সংস্করণে 'নান্যগামিনী' পাঠ আছে, কিন্তু উহা সর্বদা অশুদ্ধ বলিয়া 'নাণ্যগামিনা' পাঠ করা হইয়াছে।

১। বোম্বাই সংস্করণে ''ত্বজ জ্ঞানাৎ তু'' এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ঐরূপ পাঠে কোন প্রকারের অর্থের সঙ্গতি হয় না বলিয়া 'ত্বদজ্ঞানাৎ' পাঠ করা হইল।

ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে ত্বং বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা।
ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামম্বিকা বরুণালয়ে।। ২৩
যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা।
মহানন্দাগ্নিকোণে চ প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ২৪
নৈঋত্যাং রক্তদন্তা ত্বং বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।
পাতালে বৈষ্ণবীরূপা প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ২৫
সুরসা ত্বং মণিদ্বীপে ঐশাণ্যাং শূলধারিণী।
ভদ্রকালী চ লঙ্কায়াং প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ২৬
রামেশ্বরী সেতুবন্ধে সিংহলে দেবমোহিনী।
বিমলা ত্বং চ শ্রীক্ষেত্রে প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ২৭
কালিকা ত্বং কালীঘট্টে কামাখ্যা নীলপর্বতে।
বিরজা ঔড্রদেশে ত্বং প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ২৮
রাবাণস্যামন্নপূর্ণা অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।
গয়াসূরী গয়াধাম্নি প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ২৯
ভদ্রকালী কুরুক্ষেত্রে ত্বঞ্চ কাত্যায়নী ব্রজে।
মহামায়া দ্বারকায়াং প্রসন্না ভব সুন্দরি। ৩০
ক্ষুধা ত্বং সর্বজীবানাং বেলা চ সাগরস্য হি।
মহেশ্বরী মথুরায়াং প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ৩১

হে দেবি! তুমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণীস্বরূপা, বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা, অমরাবতী নামক ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রাণী, বরুণের পুরে তুমি অম্বিকা। ২৩

তুমি যমভবনে কালরূপা, কুবের গৃহে শুভা নাম্নী, অগ্নিকোণে মহানন্দা, হে সুন্দরি! তুমি প্রসন্না হও। ২৪

নৈঋতদিকে তুমি রক্তদন্তা, বায়ুকোণে মৃগবাহিনী, পাতালে বৈষ্ণবীস্বরূপা। হে সুন্দরি! তুমি প্রসন্না হও। ২৫

হে সুন্দরি! তুমি মণীদ্বীপে সুরসা, ঈশানকোণে শূলধারিণী, লঙ্কায় ভদ্রকালী, তুমি প্রসন্না হও। ২৬

হে সুন্দরি! তুমি সেতুবন্ধে রামেশ্বরী, সিংহলে দেবমোহিনী, শ্রীক্ষেত্রে তুমি বিমলা, তুমি প্রসন্না হও। ২৭

হে সুন্দরি! তুমি কালিঘাটে কালিকা, নীলপর্বতে কামাখ্যা, উড়িষ্যাদেশে তুমি বিরজা, তুমি প্রসন্না হও। ২৮

হে সুন্দরি ! তুমি বারাণসীতে অন্নপূর্ণা অযোধ্যাতে মহেশ্বরী, গয়াক্ষেত্রে গয়াসূরী, তুমি প্রসন্না হও। ২৯

হে সুন্দরি! তুমি কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজে কাত্যায়নী, দ্বারকাতে মহামায়া, তুমি প্রসন্না হও। ৩০

হে সুন্দরি! তুমি সকল জীবের ক্ষুধাস্বরূপিণী, সমূদ্রের বেলা অর্থাৎ তটভূমি, মথুরাতে তুমি মহেশ্বরী, তুমি প্রসন্না হও। ৩১

রামস্য জানকী ত্বঞ্চ শিবস্য মনোমোহিনী।
দক্ষস্য দুহিতা চৈব প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ৩২
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা ত্বঞ্চ কংসাসুর-বিনাশিনী।
রাবণনাশিনী চৈব প্রসন্না ভব সুন্দরি।। ৩৩
লক্ষ্মীস্তোত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ।
সর্বজ্বরভয়ং ন্যশ্যেৎ সর্বব্যাধি-নিবারণম্।। ৩৪
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যমাপদুদ্ধারকারণম্।
ত্রিসন্ধ্যামেকসন্ধ্যাং বা যঃপঠেৎ সততং নরঃ।। ৩৫
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যস্তথা তু সর্বসঙ্কটাৎ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভূবি স্বর্গে রসাতলে।। ৩৬
সমস্তং চ তথা চৈকং যঃ পঠেদ্ ভক্তিতৎপরঃ।
স সর্বদুষ্করং তীর্ত্বা লভতে পরমাং গতিম্।। ৩৭
সুখদং মোক্ষদং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ।
স তু কোটিতীর্থফলং প্রাপ্নোতি নাত্র সংশয়ঃ।। ৩৮
একা দেবী তু কমলা যস্মিংস্তুষ্টা ভবেৎ সদা।
তস্যাসাধ্যং তু দেবেশি নাস্তি কিঞ্চিজ্জগত্রয়ে।। ৩৯
পঠনাদপি স্তোত্রস্য কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
তস্মাৎ স্তোত্রবরং প্রোক্তং সত্যং সত্যং হি পার্বতি।। ৪০
ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রে কমলাস্তোত্রম্।।

হে সুন্দরি! তুমি রামচন্দ্রের জানকী, শিবের মনোমোহনকারিণী, দক্ষের কন্যাস্বরূপিণী, তুমি প্রসন্না হও। ৩২

হে সুন্দরি! তুমি সাধককে বিষ্ণুভক্তি প্রদান কর, তুমি কংসাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলে, রাবণকে তুমি নাশ করিয়াছ, তুমি প্রসন্না হও। ৩৩

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া এই পুণ্যজনক লক্ষ্মীস্তোত্র পাঠ করে, তাহার সকল জ্বর নষ্ট হয় ও সর্বরোগ নিবৃত্ত হয়। ৩৪

যে মানুষ এই মহাপুণ্যজনক ও আপদ্ উদ্ধারের কারক স্তোত্র তিন সন্ধ্যা বা একসন্ধ্যা নিয়ত পাঠ করে, সে সকল পাপ হইতে এবং সকল সঙ্কট হইতে পৃথিবী, স্বর্গ ও রসাতলে মুক্ত হইয়া যায়। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩৫-৩৬

যে ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই স্তোত্র সমস্ত পাঠ করে বা একটি শ্লোক পাঠ করে, সে সকল দুঃসাধ্য অতিক্রম করিয়া পরম গতি (লক্ষ্মীলোক প্রাপ্তি) প্রাপ্ত হয়। ৩৭

যে ভক্তিযুক্ত হইয়া সুখদায়ক ও মোক্ষদায়ক এই স্তোত্র পাঠ করে, সে কোটিতীর্থের ফল প্রাপ্ত হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩৮

হে দেবেশ্বরি (পার্বতি) এক লক্ষ্মীদেবী সর্বদা যাহার উপর সন্তুষ্ট হন, ত্রিজগতে তাহার কোন অসাধ্য থাকে না।। ৩৯

এই স্তোত্রের পাঠমাত্র হইতেও জগতে কি না সিদ্ধ হয়? সেইহেতু হে পার্বতি! এই স্তোত্ররাজ বলা হইল, ইহা সত্য সত্য। ৪০

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

লক্ষ্মীকবচম্ -

লক্ষ্মী মে চাগ্রতঃ পাতু কমলা পুত্রা পৃষ্ঠতঃ।
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্বাঙ্গে শ্রীস্বরূপিণী।। ১
রামপত্নী তু প্রত্যঙ্গে রামেশ্বরী সদাঽবতু।
বিশালাক্ষী যোগমায়া কৌমারী চক্রিণী তথা।। ২
জয়দাত্রী ধনদাত্রী পাশাক্ষ-মালিনী শুভা।
হরিপ্রিয়া হরিরামা জয়ঙ্করী মহোদরী।। ৩
কৃষ্ণপরায়ণা দেবী শ্রীকৃষ্ণমনোমোহিনী।
জয়ঙ্করী মহারৌদ্রী সিদ্ধিদাত্রী শুভঙ্করী।। ৪
সুখদা মোক্ষদা দেবী চিত্রকূট-নিবাসিনী।
ভয়ং হরতু ভক্তানাং ভববন্ধং বিমুঞ্চতু।। ৫
কবচং তন্মহাপুণ্যং যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা মুচ্যতে সর্বসঙ্কটাৎ।। ৬
কবচস্যাস্য পঠনং ধনপুত্রবিবর্ধনম্।
ভীতিবিনাশনং চৈব ত্রিষু লোকেষু কীর্তিতম্।। ৭
ভূর্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাকুঙ্কুমেন তু।
ধারণাদ্ গলদেশে চ সর্বসিদ্ধির্ভবিষ্যতি।। ৮
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নোতি কবচস্যাস্য প্রসাদতঃ।। ৯

লক্ষ্মীকবচ

লক্ষ্মী আমার অগ্রভাগ রক্ষা করুন, কমলা পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। মস্তকভাগে নারায়ণী ও শ্রীস্বরূপিণী দেবী আমার সকল অঙ্গ রক্ষা করুন। ১

রামপত্নী, রামেশ্বরী আমার প্রত্যঙ্গ (উপাঙ্গ) সর্বদা রক্ষা করুন। বিশালাক্ষী, যোগমায়া, কৌমারী, চক্রিণী, জয়দাত্রী, ধনদাত্রী, শুভা পাশাক্ষ মালিনী, হরিপ্রিয়া, হরিরামা, জয়ঙ্করী, মহোদরী, কৃষ্ণ-পরায়ণা দেবী, কৃষ্ণ মনোমোহিনী, জয়ঙ্করী, মহারৌদ্রী, সিদ্ধিদাত্রী, শুভঙ্করী, সুখদা, মোক্ষদা, চিত্রকূট-নিবাসিনী দেবী-ইঁহারা ভক্তের ভয় হরণ করুন ও সংসারবন্ধন মোচন করুন। ২-৫

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া এই মহাপুণ্যজনক কবচ, তিন সন্ধ্যা বা এক সন্ধ্যা পাঠ করে, সে সকল সঙ্কট (বিপদ) হইতে মুক্ত হয়। ৬

লোকে খ্যাত এই কবচের পাঠ, ধন ও পুত্রের বর্ধক এবং তিনলোকে ভয় নাশক। গোচনা ও কুঙ্কুমের দ্বারা এই কবচ ভূর্জপত্রে লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে সকল বিষয়ে সিদ্ধি হইবে। ৭-৮

এই কবচের মাহাত্ম্যে অপুত্রক পুত্র, ধনার্থী ধন ও মোক্ষার্থী মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৯

গর্ভিণী লভতে পুত্রং বন্ধ্যা চ গর্ভিনী ভবেৎ।
ধারয়েদ্ যদি কণ্ঠে চ অথবা বামবাহুকে।। ১০
যঃ পঠেন্নিয়তো ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবদ্ ভবেৎ।
মৃত্যুব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিন্মহীতলে।। ১১
পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্ বাপি শৃণুয়াচ্ছ্রা বয়েদপি।
সর্বপাপবিমুক্তঃ স লভতে পরমাং গতিম্।। ১২
সঙ্কটে বিপদে ঘোরে তথা চ গহনে বনে।
রাজদ্বারে চ নৌকায়াং তথা চ রণমধ্যতঃ।
পঠনাদ্ধারণাদস্য জয়মাপ্নোতি নিশ্চতম্।। ১৩
অপুত্রা চ তথা বন্ধ্যা ত্রিপক্ষং শৃণুয়াদ্ যদি।
সুপুত্রং লভতে সা তু দীর্ঘায়ুষ্কং যশস্বিনম্।। ১৪
শৃণুয়াদ্ যঃ শুদ্ধবৃদ্ধ্যা দ্বৌ মাসৌ বিপ্রবক্ত্র তঃ।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি সর্ববন্ধাদ্বিমুচ্যতে।। ১৫
মৃতবৎসা জীববৎসা ত্রিমাসং শ্রবণং যদি।
রোগী রোগাদ্ বিমুচ্যেত পঠনান্মাস-মধ্যতঃ।। ১৬
লিখিত্বা ভূর্জপত্রে চ অথবা তাড়পত্রকে ।
স্থাপয়েন্নিয়তং গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং ক্বচিৎ।। ১৭

গর্ভিণী যদি এই কবচ কণ্ঠে ধারণ করে অথবা বামবাহুতে ধারণ করে, তাহা হইলে পুত্রলাভ করে। আর বন্ধ্যা কণ্ঠে বা বামবাহুতে ধারণ করিলে গর্ভবতী হয়। ১০

যে নিয়মপরায়ণ হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক এই কবচ পাঠ করে সে বিষ্ণু সদৃশ হয়, এই পৃথিবীতে তাহার মৃত্যুভয় বা রোগভয় কিঞ্চিন্মাত্র থাকে না। ১১

যে ব্যক্তি এই কবচ নিজে পাঠ করে বা অপরকে পাঠ করায়, নিজে শোনে বা অপরকে শোনায়, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।১২

এই কবচের পাঠ বা ধারণ হইতে সঙ্কটে, ভয়ানক বিপদে, ঘোর অরণ্যে রাজগৃহে, নৌকায় ও যুদ্ধমধ্যে নিশ্চিতভাবে জয় প্রাপ্ত হয়। ১৩

পুত্রহীনা স্ত্রী বা বন্ধ্যা স্ত্রী যদি তিন পক্ষ এই কবচ শোনে, তাহা হইলে সে দীর্ঘায়ু, যশস্বী সুপুত্র লাভ করে। ১৪

যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ব্রাহ্মণের মুখ হইতে দুইমাস এই কবচ শ্রবণ করে সে সকল কাম্য প্রাপ্ত হয় এবং সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। ১৫

যে স্ত্রীলোকের পুত্র মরিয়া যায় সে এই কবচ তিনমাস যদি শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহার পুত্র আর মরে না, বাঁচিয়া যায়, রোগী এই কবচ শ্রবণ করিলে একমাসের মধ্যে রোগ হইতে মুক্ত হয়। ১৬

এই কবচ ভূর্জপত্রে বা তালপাতায় লিখিয়া যদি নিয়মিতভাবে (স্থিরভাবে) গৃহমধ্যে রাখে তাহা হইলে অগ্নিভয় ও চোরভয় কখনও হয় না। ১৭

শৃণুয়াদ্ধারয়েদ্বাপি পঠেদ্বা পাঠয়েদপি।
যঃ পুমান্ সততং তস্মিন্ প্রসন্নাঃ সর্বদেবতাঃ।। ১৮
বহুনা কিমিহোক্তেন সর্বজীবেশ্বরেশ্বরী।
আদ্যা শক্তিঃ সদা লক্ষ্মীর্ভক্তানুগ্রহকারিণী।।
ধারকে পাঠকে চৈব নিশ্চলা নিবসেদ্ ধ্রুবম্।। ১৯

ইতি তন্ত্রোক্তং লক্ষ্মীকবচং সমাপ্তম্।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ

কমলাপ্রীতিসাধনম্—
মানসে সারসে রম্যে নানামুনি-সমাবৃতে।
প্রজাপতিং সমাসীনং নারদো বাক্যমব্রবীৎ।। ১
নারদ উবাচ -
ভো ভো দেব মহাভাগ সর্ব্বলোকপিতামহ।
কমলাসাধনং পুণ্যং বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ।। ২
কেনোপায়েন ভো দেব নরো দুঃখহরো ভবেৎ।
কেনোপায়েন ভো ব্রহ্মন্ চঞ্চলা অচলা গৃহে।। ৩

যে পুরুষ প্রত্যহ এই কবচ শ্রবণ করে বা ধারণ করে, বা পাঠ করে অথবা পাঠ করায়, তাহার উপর সমস্ত দেবতা প্রসন্ন হন। ১৮

আর বেশী বলিয়া কাজ কি, যে ব্যক্তি এই কবচ ধারণ করে বা পাঠ করে, সকল জীবের ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী, আদ্যাশক্তি, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারিণী লক্ষ্মীদেবী সর্বদা নিশ্চলভাবে স্থির হইয়া তাহাতে বাস করেন। ১৯

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

কোন এক সময়ে মনোহর মানস সরোবরে বহুমুনিদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত ব্রহ্মাকে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

নারদ বলিলেন, হে দেব! মহাভাগ্যবান্, সকল লোকের পিতামহ! আপনি যথাযথভাবে পূণ্যকর লক্ষ্মীর সাধন (লক্ষ্মীর প্রীতির সাধন) বলুন। ২

হে দেব! কি উপায়ে মানুষ দুঃখ দুর করিতে পারে। হে ব্রহ্মণ্! কি উপায়েই বা চঞ্চলা লক্ষ্মী গৃহে অচলা হন। ৩

ব্রহ্মোবাচ-

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ মুনিপুঙ্গব নারদ।
পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস বক্ষ্যামি যৎ তবেপ্সিতম্।। ৪
পুত্রজন্মনি যোগে চ রবিসংক্রমণে তথা।
চন্দ্রসূর্যগ্রহে চৈব যঃ স্নাতি স চ লক্ষ্মীভাক্।। ৫
নিত্যমুষসি সন্ধ্যায়াং তথা চ ভাস্করোদয়ে।
অশুচিস্পর্শনে চৈব যঃ স্নাতি স চ লক্ষ্মীভাক্।। ৬
মাঘে মাসি হবিষ্যাশী তথা সংযতমানসঃ।
মৌনী ভূত্বা উষঃকালে যঃ স্নাতি স চ লক্ষ্মীভাক্।। ৭
গয়ায়াঞ্চ কুরুক্ষেত্রে তথা বারাণসীপুরে।
সাগরসঙ্গমে চৈব যঃ স্নাতি স চ লক্ষ্মীভাক্।। ৮
একাদশ্যামামলকীং বিষ্ণবে যঃ প্রযচ্ছতি।
আমলকীজলে চৈব যঃ স্নাতি স চ লক্ষ্মীভাক্।। ৯
আমাবস্যাং তথা ষষ্ঠ্যাং নবম্যাং প্রতিপদ্যপি।
বর্জয়েদ্দন্তকাষ্ঠং তদ্ যদি শ্রীমভিকাঙ্ক্ষতি।। ১০
জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লপক্ষে তথা চ দশমীতিথৌ।
গঙ্গাতোয়ে চ হস্তর্ক্ষে যঃ স্নাতি স চ লক্ষ্মীভাক্।। ১১

হে মহাভাগ্যবান্ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! তুমি ভাল প্রশ্ন করিয়াছ। বৎস! আমি তোমার উপরি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার অভীপ্সিত প্রশ্নোত্তর আমি বলিতেছি। ৪

যে ব্যক্তি পুত্র জন্মে, বিশেষযোগে, সূর্যের সংক্রমণে, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কালে স্নান করে সে লক্ষ্মীবান্ হয়। ৫

হে প্রত্যহ উষাকালে, সন্ধ্যাকালে, সূর্যোদয়ে স্নান করে এবং অশুচি পদার্থের স্পর্শ হইলে স্নান করে সে লক্ষ্মীবান্ হয়। ৬

যে সংযতচিত্ত ও হবিষ্যান্ন ভোজন করত মাধ মাসে উষাকালে মৌনী হইয়া স্নান করে সে লক্ষ্মীবান্ হয়। ৭

যে গয়া, কুরুক্ষেত্র, বারাণসী ও সাগরসঙ্গমে স্নান করে সে লক্ষ্মীবান্ হয়। ৮

যে একাদশীতে বিষ্ণুকে আমলকী প্রদান করে এবং আমলকীসংযুক্ত জলে স্নান করে, সে লক্ষ্মীবান্ হয়। ৯

যদি কেহ লক্ষ্মীকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইলে সে অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী ও প্রতিপদে দন্তকাষ্ঠ বর্জন করিবে। ১০

যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে হস্তানক্ষত্রে দশমী তিথিতে (দশহরায়) গঙ্গাজলে স্নান করে সে লক্ষ্মীবান হয়। ১১

বিরুদ্ধাচরণং হিংসাং পরদারোপসেবনম্।
পারুষ্যানৃতপৈশুন্যসম স্বদ্ধাভিভাষণম্।। ১২
পরদ্রব্যাভিধ্যানঞ্চ মনসানিষ্টচিন্তম্।
এতৎ সর্বং বর্জ্জয়েদ্ যঃ স ভবেৎ কমলাপ্রিয়ঃঃ।। ১৩
ব্রাহ্মে মুহূর্তে চোত্থায় ধর্মাথৌ চানুচিন্তয়েৎ।
প্রাতঃ সন্ধ্যামুপাসীত দন্তধাবনপূর্বিকাম্।। ১৪
উভে মূত্রপুরীষে চ দিবা কুর্যাদুদঙ্মুখঃ।
রাত্রৌ চ দক্ষিণে কুর্যাদুভে সন্ধ্যে যথা দিবা।
ছায়ায়ানন্ধকারে যো লক্ষ্মীং সমভিকাঙ্ক্ষতি।। ১৫
গোময়াঙ্গারবল্মীক-হলাকৃষ্টে জলে শুচৌ।
মার্গমধ্যে ন ত্যজেয়ুর্মূত্রঞ্চাপি পুরীষকম্।। ১৬
অন্তর্জলাদ্ দেবগৃহাদ্ বল্মীকান্মুষিকস্থলাৎ।
পরেষাং শৌচশিষ্টাঞ্চ শ্মশানানাং মৃদং ত্যজেৎ।। ১৭
একাং লিঙ্গে মৃদং দদ্যাদ্বামহস্তে মৃদো দ্বয়ম্।
উভয়োর্দ্ধে চ দাতব্যে যদি শ্রীমভিকাঙ্ক্ষতি।। ১৮
বিনা কারণমন্বিষ্য ন স্নায়াচ্চ পুনঃ পুনঃ।
নোদ্বর্তনং স্নানান্তে চ যদি শ্রীমভিকাঙ্ক্ষতি।। ১৯

শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ, হিংসা, পরস্ত্রীসেবা, নিষ্ঠুর, মিথ্যা, খল ও অসম্বদ্ধ বাক্য কথন, পরদ্রব্যচিন্তা, মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা- এই সমস্ত যে বর্জন করে, সে লক্ষ্মীর প্রিয় হয়। ১২-১৩

যে ব্যক্তি লক্ষ্মীকে পাইতে ইচ্ছা করে সে, ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া দন্তধাবনপূর্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে, ধর্ম ও অর্থের চিন্তা করিবে। দিবাভাগে উত্তরমুখ হইয়া ছায়ায় বা অন্ধকারে মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে দক্ষিণমুখে মল মুত্র ত্যাগ করিবে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় দিবসের মত ছায়ায় বা অন্ধকারে উত্তর মুখ হইয়া মলমুত্র ত্যাগ করিবে। ১৪-১৫

(লক্ষ্মীবান্ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি) গোময়, অঙ্গার, বল্মীক (উইঢিপি) লাঙ্গলাকৃষ্ট জমি, শুদ্ধ জল ও রাস্তার মধ্যে মল মুত্র পরিত্যাগ করিবে না। ১৬

জলের মধ্য হইতে, দেবগৃহ হইতে, উইঢিপি হইতে, ইন্দুরের গর্ত হইতে মৃত্তিকা লইয়া বা অপরের শৌচাবশিষ্ট ও শ্মশাণের মৃত্তিকা লইয়া শৌচকার্য সম্পাদন করিবে না, ঐ সকল ত্যাগ করিবে। ১৭

যদি শ্রীর আকাঙ্খা করে, তাহা হইলে শৌচকালে (মুত্র ত্যাগ কালে) লিঙ্গে একবার, বামহস্তে দুইবার, দুইহাতে দুইবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে। ১৮

যদি লক্ষ্মীর আকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইলে কারণের অন্বেষণ না করিয়া (যোগাদি না দেখিয়া) পুনঃ পুনঃ স্নান করিবে না এবং স্নানের পর উর্দ্ধতন অর্থাৎ তৈলাদি মাখিবে না। ১৯

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন কুর্যান্মর্মপীড়কম্।
পৈশুন্যঞ্চ ত্যজেৎ সোহপি যদি শ্রীমভিকাঙ্ক্ষতি।। ২০

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যাং লক্ষ্মীপ্রীতি সাধনং সমাপ্তম্।

নবমোহধ্যায়ঃ

লক্ষ্মীস্তোত্রম্

ঈশ্বর উবাচ -

ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা।। ১
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদুচ্চৈঃ শ্রীঃ পদ্মধারিণী।। ২
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ।। ৩

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রোক্তং লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

যদি কেহ লক্ষ্মীর আকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইলে সে সত্য ও প্রিয়বাক্য বলিবে, লোকের মর্ম-পীড়াদায়ক বাক্য ত্যাগ করিবে এবং পৈশুন্য অর্থাৎ খল বাক্য (অপরের নিকট অপরের নিন্দা বলা) পরিত্যাগ করিবে। ২০

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোহধ্যায়

লক্ষ্মীস্তোত্র

মহাদেব বলিলেন-হে ত্রিলোকের জীবগণ কর্তৃক পূজিতে, বিষ্ণুপ্রিয়ে, লক্ষ্মীদেবি! তুমি কৃষ্ণে যেমন সুস্থির হইয়া থাক, আমাতেও সেইরূপ স্থিরা হও। ১

যে ব্যক্তি লক্ষ্মীকে সম্যগ্‌ভাবে পূজা করিয়া 'ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী, চলা, ভূতি, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মালয়া, সম্পৎ, উচ্চৈ, শ্রী ও পদ্মধারিণী'' এই বারটি নাম পাঠ করে, লক্ষ্মীদেবী তাহার স্ত্রীপুত্রাদির সহিত স্থির হইয়া থাকেন। ৩

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রে নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯

দশমোঽধ্যায়ঃ

লক্ষ্মীকবচপ্রারম্ভঃ

ঈশ্বর উবাচ-

অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সর্বকামদম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ।। ১
নার্চনং তস্য দেবেশি মন্ত্রমাত্রং জপেন্নরঃ।
স ভবেৎ পার্বতীপুত্রঃ সর্বশাস্ত্রেষু পারগঃ।। ২
বিদ্যার্থিনা সদা সেব্যা বিশেষে বিষ্ণুবল্লভা।। ৩
অস্যাশ্চতুরক্ষরী-বিষ্ণুবনিতারূপায়াঃ কবচস্য শ্রীভগবান্
শিব ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো বাগ্ভবীদেবতা বাগভবং বীজং
লজ্জা শক্তী রমা কীলকং কামবীজাত্মকং কবচং মম
সুপাণ্ডিত্য-কবিত্বসর্বসিদ্ধিসমৃদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।। ৪
ঐঙ্কারী মস্তকে পাতু বাগ্ভবী সর্বসিদ্ধিদা।
হ্রীঁ পাতু চক্ষুযোর্মধ্যে চক্ষূর্যুগ্মে চ শঙ্করী।। ৫

দশম অধ্যায়

লক্ষ্মীকবচপ্রারম্ভ

মহাদেব বলিলেন-হে মহেশ্বরি! অনন্তর সকল কাম্যপ্রদ কবচ বলিতেছি, যে কবচের জ্ঞানমাত্রে মানুষ সাক্ষাৎ সদাশিব হইয়া যায়। ১

হে দেবেশ্বরি! এই কবচের পূজা করিবার দরকার নাই, মানুষ এই কবচরূপমন্ত্র মাত্র জপ করিলে পার্বতীপুত্র গণেশসদৃশ সর্বশাস্ত্রে পারগামী হইয়া যায়। ২

বিদ্যাপ্রার্থী বিশেষ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর সর্বদা সেবা করিবে। ৩

এই চার অক্ষর বিশিষ্ট (লক্ষ্মীদেবী) বিষ্ণুবনিতারূপ দেবতার যে কবচ, তাহার ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা) হইতেছেন শ্রীভগবান শিব, ছন্দঃ হইতেছে অনুষ্টুপ্, বাগ্ভবী (বাগধিষ্ঠাত্রী) হইতেছেন দেবতা, বীজ হইতেছে বাগ্ভব অর্থাৎ 'ঐং'। শক্তি হইতেছে লজ্জা (হ্রীং), রমা হইতেছে কীলক, এই কবচটি কামবীজ (ক্লীং) স্বরূপ; আমার সুপাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও সর্বসিদ্ধির পরিপুষ্টির জন্য এই কবচের জপের বিনিয়োগ (অঙ্গ বা সাধনরূপে প্রয়োগ) করা হইতেছে। ৪

ঐঙ্কারী মস্তক রক্ষা করুণ, বাগ্ভবী সকল সিদ্ধিদায়ী হউন, হ্রীং চক্ষুদ্বয়ের মধ্যভাগ রক্ষা করুণ, আর শঙ্করী চক্ষু দুইটি রক্ষা করুন।

এখানে ''ঐঙ্কারী' বলিতে লক্ষ্মীরই এক মুর্তিবিশেষ, বাগ্ভবী বা বাগ্দেবতাও লক্ষ্মীর একটি রূপ বলিয়া এখানে বর্ণিত হইয়াছে। 'হ্রীঁ' মন্ত্রের প্রতিপাদ্য লক্ষ্মীর মূর্তিবিশেষকে এখানে 'হ্রীঁ' বলা হইয়াছে। শঙ্করী দেবীও লক্ষ্মীর এক মূর্তি বলিয়া ধরিতে হইবে। পরেও এইরূপ তাৎপর্যে তত্তৎ দেবতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ৫

জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্নসি।
ওষ্ঠাধরে দন্তপঙ্‌ক্তৌ তালুমূলে হনৌ পুনঃ।
পাতু মাং বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মীঃ শ্রীর্বর্ণরূপিণী।। ৬
কর্ণযুগ্মে ভুজদ্বন্দ্বে স্তনদ্বন্দ্বে চ পার্বতী।
হৃদয়ে মণিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ।
সর্বাঙ্গে পাতু কামেশী মহাদেবী সমুন্নতিঃ।। ৭
ব্যুষ্টিঃ পাতু মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সর্বদাঽবতু।
সন্ধিং পাতু সদা দেবী সর্বত্র শম্ভুবল্লভা।। ৮
বাগ্‌ভবী সর্বদা পাতু পাতু মাং হরিগেহিনী।
রমা পাতু সদা দেবী পাতু মায়া স্বরাট্ স্বয়ম্।। ৯
সর্বাঙ্গে পাতু মাং লক্ষ্মীর্বিষ্ণুমায়া সুরেশ্বরী।
বিজয়া পাতু ভবনে জয়া পাতু সদা মম।। ১০
শিবদূতী সদা পাতু সুন্দরী পাতু সর্বদা।
ভৈরবী পাতু সর্বত্র ভৈরুন্ডা সর্বদাঽবতু।। ১১
ত্বরিতা পাতু মাং নিত্যমুগ্রতারা সদাঽবতু।
পাতু মাং কালিকা নিত্যং কালরাত্রিঃ সদাঽবতু।। ১২

বিষ্ণুবনিতা, শ্রী বর্ণরূপিণী লক্ষ্মী আমার জিহ্বা, মুখবৃত্ত (মুখমন্ডল), কর্ণদ্বয়, গন্ডদ্বয় (গাল), নাসিকা, ওষ্ঠ ও অধর, দন্তসকল, তালুমূল ও হনু (চোয়াল) রক্ষা করুন। ৬

পার্বতী (লক্ষ্মীর এক মূর্তিবিশেষ) আমার কর্ণদ্বয়, বাহুদ্বয় ও স্তনদ্বয় রক্ষা করুন। কামেশী। মহাদেবী ও সমুন্নতি (ইঁহারাও লক্ষ্মীর মূর্তিবিশেষ) আমার হৃদয়, মণিবন্ধ (হাতের কব্জী), গ্রীবা (ঘাড়), পার্শ্বদ্বয় এবং সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৭

ব্যুষ্টি, মহামায়া, উৎকৃষ্টি (লক্ষ্মীর মূর্তিবিশেষ) ইঁহারা সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। শম্ভুবল্লভা দেবী সর্বত্র আমার সন্ধিসকল (হস্তপাদাদির সন্ধি অংশ) রক্ষা করুন। ৮

বাগ্‌ভবী সর্বদা রক্ষা করুন, হরিগেহিনী আমাকে রক্ষা করুন, রমা দেবী সর্বদা রক্ষা করুন, মায়া স্বরাট্ স্বয়ং রক্ষা করুন। ৯

বিষ্ণুমায়া সুরেশ্বরী লক্ষ্মী আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন, বিজয়া ও জয়া সর্বদা আমার গৃহ রক্ষা করুন। ১০

শিবদূতী ও সুন্দরী সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন, ভৈরবী আমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন, ভৈরুন্ডা সর্বদা রক্ষা করুন। ১১

ত্বরিতা আমাকে নিত্য রক্ষা করুন, উগ্রতারা সর্বদা রক্ষা করুন, কালিকা আমাকে নিত্য রক্ষা করুন, কালরাত্রি সর্বদা রক্ষা করুন। ১২

নবদুর্গা সদা পাতু কামাখ্যা সর্বদাঽবতু।
যোগিন্যঃ সর্বদা পান্তু মুদ্রাঃ পান্তু সদা মম।। ১৩
মাতরঃ পান্তু দেব্যশ্চ চক্রস্থা যোগিনীগণাঃ।
সর্বত্র সর্বকাযেষু সর্বকর্মসু সর্বদা।
পাতু মাং দেবদেবী চ লক্ষ্মীঃ সর্বসমৃদ্ধিদা।। ১৪
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সর্বসিদ্ধয়ে।
যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্।। ১৫
শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি।
ন্যূনাঙ্গে অতিরিক্তাঙ্গে দর্শয়েন্ন কদাচন।। ১৬
ন স্তবং দর্শয়েদ্দিব্যং সন্দর্শ্য শিবহা ভবেৎ।। ১৭
কুলীনায় মহোচ্ছ্রায় দুর্গাভক্তিপরায় চ।
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় দদ্যাৎ কবচমুত্তমম্।। ১৮
নিজশিষ্যায় শান্তায় ধনিনে জ্ঞানিনে তথা।
দদ্যাৎ কবচমিত্যুক্তং সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতম্।। ১৯
বিলিখ্য কবচং দিব্যং স্বয়ম্ভূকুসুমৈঃ শুভৈঃ।
স্বশুক্রৈঃ পরশুক্রৈশ্চ নানাগন্ধসমন্বিতৈঃ।। ২০

নবদুর্গা ও কামাখ্যা আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন, যোগিনীগণ, মুদ্রাগণ আমায় সর্বদা রক্ষা করুন। ১৩

মাতৃদেবীসকল (ষোড়শ মাতৃকা) ও চক্রস্থিত যোগিনীগণ [কতকজন যোগিনী আছেন যাঁরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে চক্রে (মন্ডলে) থাকেন] সর্বত্র সকল কার্যে(উৎপন্ন পদার্থে) এবং সকল ক্রিয়ায় সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন, দেবগণের দেবী, সকল সমৃদ্ধি প্রদানকারিণী লক্ষ্মী আমাকে রক্ষা করুন। ১৪

এইভাবে তোমাকে সকল সিদ্ধির হেতু এই দিব্য কবচ বলা হইল। যদি তুমি নিজের হিত ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ইহা যেখানে সেখানে বলিবে না। ১৫

হে মহেশ্বরি। শঠ, ভক্তিহীন, নিন্দক, যাহার কোন অঙ্গন্যূন (কম) বা যাহার অধিক কোন অঙ্গ আছে-এইরূপ ব্যক্তিগণের নিকট কখনও এই কবচ প্রকাশিত করিবে না। ইহাদের নিকট দিব্য এই স্তব দেখাইবে না, দেখাইলে শিবঘাতী হইবে। ১৬-১৭

উচ্চ বংশে উদ্ভুত, স্বয়ং উন্নত, দূর্গাভক্তিপরাণ, বিশুদ্ধ বৈষ্ণব--ইঁহাদিগকে এই উত্তম কবচ প্রদান করিবে। ১৮

নিজের সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে এবং জ্ঞানবান্ ধনীকে এই সর্বশাস্ত্রসমন্বিত কবচ প্রদান করিবে-ইহাই বলা হইল। ১৯

শুভ স্বয়ম্ভূকুসুমের অবিবাহিত কন্যার প্রথম জাত পুষ্প-সয়ম্ভুকুসুম] দ্বারা, নানাপ্রকার

গোরোচনাকুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা।
সুতিথৌ শুভযোগে বা শ্রবণায়াং রবের্দিনে।। ২১
অশ্বিন্যাং কৃত্তিকায়াং বা ফল্গুন্যাং বা মঘাসু চ।
পূর্ব্বভাদ্রপদাযোগে স্বাত্যাং মঙ্গলবাসরে।। ২২
বিলিখেৎ প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে সুরালয়ে।
আয়ুষ্মৎ-প্রীতিযোগে চ ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ।। ২৩
ইন্দ্রযোগে শুভে যোগে শুক্রযোগে তথৈব চ।
কৌলবে বালবে চৈব বণিজে চৈব সত্তমঃ ।। ২৪
শূন্যাগারে শ্মশানে বা বিজনে চ বিশেষতঃ।
কুমারীং পূজয়িত্বাদৌ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্।। ২৫
মৎসামাংসৈঃ শাকসূপৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাম্।
ঘৃতাদ্যৈঃ সোপকরণৈঃ পূপসূপৈর্বিশেষতঃ।। ২৬
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাদৌ প্রীণয়েৎ পরমেশ্বরীম্।। ২৭
বহুনা কিমিহোক্তেন কৃতে ত্বেবং দিনত্রয়ম্।
তদাধরেন্মাহরক্ষাং শঙ্করেণাভিভাষিতম্।। ২৮
মারণদ্বেষণাদীনি লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
সভবেৎ পার্ব্বতী পুত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।। ২৯

গন্ধদ্রব্যসমন্বিত নিজের শুক্র বা পরের শুক্রের দ্বারা অথবা গোরোচনা কুঙ্কুমের দ্বারা বা রক্তচন্দনের দ্বারা এই দিব্য কবচ লিখিয়া শুভ তিথিতে, শুভযোগে বা রবিবারে শ্রবণা নক্ষত্রে, বা অশ্বিনী, কৃত্তিকা, ফল্গুনী, মঘা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, নক্ষত্রে অথবা মঙ্গলবার স্বাতীনক্ষত্রে, শুভযোগে দেবমন্দিরে এই স্তোত্র (কবচ) লিখিয়া পাঠ করিবে। উত্তমচরিত্র ব্যক্তি আয়ুষ্মান্ যোগে (জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত ২৭টি যোগের মধ্যে একটি যোগ) বা প্রীতিযোগে বা ব্রহ্মযোগে বিশেষ করিয়া ইন্দ্রযোগে, শুভযোগ বা শুক্রযোগ, কৌলব নামক করণে (১১টি করণের মধ্যে ১টি) বা বালব বা বণিজ করণে (এই কবচ লিখিবে)। ২০-২৪

শূন্য (জনপরিত্যক্ত) গৃহি, অথবা শ্মশানে, বিশেষ করিয়া নির্জনে প্রথমে কুমারীর পূজা করিয়া সনাতনী (নিত্য) লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে। ২৫

মৎস্য, মাংস, শাক, ডাল নানাপ্রকার উপকরণ সহিত ঘৃতাদি দ্বারা বিশেষত পিষ্ঠ ও পায়সের দ্বারা পরদেবতা লক্ষ্মীর পূজা করিবে। পরে প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পরমেশ্বরী-(লক্ষ্মী) কে প্রীত করাইবে। ২৬-২৭

আর বেশী বলিয়া কাজ কি? এইরূপ (পূর্ব্বে ঐরূপ কবচ লিখিয়া পড়িয়া লক্ষ্মীর পূজাদি করার কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ) তিন দিন করিলে, মহা রক্ষা ধারণ করিবে অর্থাৎ এইরূপ অনুষ্ঠানকারী সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। ইহা শঙ্কর (শিব) বলিয়াছেন। ২৮

পূর্ব্বোক্তভাবে যে কবচাদি লিখিয়া পড়িয়া, কুমারীপূজা করিয়া লক্ষ্মীর পূজা ও

গুরুর্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া।
অভেদেন ভজেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।। ৩০
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং তথা।
সুভক্ত্যা পূজয়েদ্ স ভবেৎ কমলাপ্রিয়ঃ।। ৩১
রক্তপুষ্পৈস্তথা গন্ধৈর্বস্ত্রালঙ্করণৈস্তথা।
ভক্ত্যা যঃ পূজয়েদ্দেবীং লভতে পরমাং গতিম্।। ৩২
নারী বা পুরুষো বাপি যঃ পঠেৎ কবচং শুভম্।
মন্ত্রসিদ্ধিং কার্যসিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৩৩

ব্রাহ্মণভোজনাদি করায়, সে মারণ, দ্বেষণ প্রভৃতি লাভ করে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই এবং সেই ব্যক্তি পার্ব্বতিপুত্রের মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয়।

তন্ত্রে ষট্কর্মের কথা আছে-যথা-মারণ, বিদ্বেষণ, স্তম্ভন, বশীকরণ, উচ্চাটন ও শান্তিকর্ম।

যে কার্য বা মন্ত্রাদি দ্বারা অপরের বিনাশ সাধন করা হয়, তাহাকে মারণ কর্ম বলে।

যে কার্যের দ্বারা দুইজনের বা বহুজনের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ উৎপাদন করা হয়, তাহাকে বিদ্বেষণ বা দ্বেষণ কর্ম বলে।

যে কার্য বা মন্ত্রাদি দ্বারা শরীরে বিভিন্ন অংশের প্রবৃত্তি রোধ করা হয় তাহাকে স্তম্ভন বলে। যে কার্যাদি দ্বারা অপরকে বশীভূত করা হয় তাহাকে বশীকরণ বলে।

যে কর্মাদি দ্বারা কোন ব্যক্তিকে তাহার দেশ বা পদবী হইতে চ্যুত করান হয় তাহাকে উচ্চাটন কর্ম বলে।

যে কার্যাদি দ্বারা নিজের রোগাদিনাশ বা গ্রহদোষাদি দূর করা হয়, তাহাকে শান্তিকর্ম বলে।

এই ষট্কর্মের পৃথক্ পৃথক্ প্রক্রিয়া আছে।

এখানে বলা হইয়াছে-যে লক্ষ্মীপূজাপূর্বক লক্ষ্মীকবচ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে লিখিয়া পাঠাদি করিলে সাধক, মারণ বিদ্বেষণাদি ষট্কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। তাহাকে আর পৃথক্ ষট্কর্মের প্রক্রিয়া করিতে হয় না। ২৯

গুরুদেব সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ আর গুরুপত্নী হরপ্রিয়া পার্ব্বতীস্বরূপ। যে ব্যক্তি গুরুকে শিবের সহিত অভিন্নরূপে এবং গুরুপত্নীকে পার্ব্বতীর সহিত অভিন্নরূপে ভজনা করেন তাঁহার সিদ্ধি সন্নিহিত হয়। ৩০

যে ব্যক্তি লক্ষ্মীদেবীকে সকল দেবময়ীরূপে ও সকল মন্ত্রময়ীরূপে অতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, সে লক্ষ্মীর প্রিয় হয়। ৩১

যে রক্তপুষ্প, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারের দ্বারা ভক্তিপূর্বক লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করে সে পরম গতি (দেবীলোক প্রাপ্তি) প্রাপ্ত হয়। ৩২

স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক, যে এই শুভ কবচ পাঠ করে সে মন্ত্রসিদ্ধি ও কার্যসিদ্ধি লাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৩৩

পঠতি য ইহ মর্ত্ত্যো নিত্যমার্দ্রান্তরাত্মা,
জপফলমনুমেয়ং লপ্স্যতে যদ্বিধেয়ম্।
সভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনম্রঃ,
ক্ষিতিপমুকুট-লক্ষ্মীর্লক্ষণানাং চিরায়।। ৩৪
ইতি বিশ্বসারতন্ত্রোক্তং লক্ষ্মীকবচং সমাপ্তম্।।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

লক্ষ্মীমহাত্ম্যম্

অথ বক্ষ্যে লক্ষ্মীদেব্যাঃ পূজাফলং বিধানতঃ।
সর্ব্বা বৈ বিফলা পূজা কমলাপূজনং বিনা।। ১
পরিপূর্ণফলং নৈব জীবহীনং যথা বপুঃ।। ২
যথা যথা দেবতায়াঃ পূজনং বা যথা গুরোঃ।
তথৈব হি চ সর্ব্বেষাং লক্ষ্ম্যাস্তু পূজনং ভবেৎ।। ৩
যথাশক্তি হি বিতরেৎ কমলায়ৈ যদীপ্সিতম্।
অশক্যং শক্যমেবং বা দানাভাবে ফলাত্যয়ঃ।। ৪

যে মানুষ আর্দ্রচিত্ত অর্থাৎ ভক্তিযুক্ত হইয়া ইহলোকে নিত্য এই কবচ পাঠ করে, সে জপের ফল, যাহা অনুমেয় অথচ প্রাপ্তব্য তাহা লাভ করে এবং রাজমুকুট প্রভৃতি লক্ষ্মীর চিহ্নস্বরূপ যে সম্পৎসকল, সেই সম্পদের পায়ে নম্র হইয়া সম্পদের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়। ৩৪

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য

অনন্তর বিধি অনুসারে লক্ষ্মীদেবীর পূজার ফল বলিতেছি, যেহেতু লক্ষ্মীর পূজা ব্যতীত সমস্ত পূজাই ব্যর্থ। ১

জীবহীন শরীর যেমন কোন কার্য্যে সমর্থ নয়, সেইরূপ লক্ষ্মীপূজা ব্যতীত অন্যান্য পূজা পরিপূর্ণ ফলদায়ক হয় না। ২

অন্যান্য দেবতার বা গুরুর পূজা যেমন যেমন করিতে হয়, সেইরূপ সকলের পক্ষে লক্ষ্মীর পূজা করা উচিত। ৩

যাহা ঈপ্সিত, তাহা যথাশক্তি লক্ষ্মীদেবীকে প্রদান করিবে, সেই ঈপ্সিত বস্তুর দান কঠিনই হউক বা সহজই হউক, তাহা দান না করিলে ফল হইবে না। ৪

পুষ্পং তস্যৈ চ যদ্দত্তং তন্মেরুসদৃশং মতম্।
দত্তমন্যচ্চ যৎকিঞ্চিদ্ ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং তথা।
অল্পমপ্যথবা তস্য হীনং বহুগুণং ভবেৎ।। ৫
কমলাপূজনাচ্চৈব কমলারাধনাদপি।
কমলাবন্দনাদেব কমলাসদৃশো ভবেৎ।। ৬
কমলা চ ভবেদ্দেবী কমলা সর্বদেবতা।
কমলা পার্ব্বতী সাক্ষাৎ কমলা সর্ব্বকারণম্।। ৭
যস্যাঃ পুজনমাত্রেণ ত্রৈলোক্যপূজনং ভবেৎ।
কমলা চ মহাদেবী ত্রিধামূর্ত্তির্ব্যবস্থিতা।
পরা চৈবাপরা চৈব তৃতীয়া চ পরাপরা।। ৮
যত্র কালে ন কিঞ্চিৎ স্যাদ্দেবাসুরমহোরগ্যঃ।
ত্রৈলোক্যং লয়মানঞ্চ তদাহভূৎ কমলাত্মিকা।। ৯
ভূর্ভবোর্মূর্ত্তিরূপা সা একা পূজ্যা তু সা ভবেৎ।
নিত্যক্রমেণ দেবেশীং পূজয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।। ১০
অষ্টোত্তরং শতং বাপি তন্মন্ত্রং প্রজপেৎ সুধীঃ।। ১১
অসুরাশ্চ তথা নাগা যে চ দুষ্টগ্রহা অপি।
ভূদবেতালগন্ধর্ব্বা ডাকিন্যো যক্ষ-রাক্ষসাঃ।। ১২

সেই লক্ষ্মীকে যতটুকু পুষ্প প্রদান করা হয়, তাহার ফল সুমেরুসদৃশ হইয়া থাকে, আর অন্য যাহা কিছু ভক্ষ্য (দাঁতে পিষিয়া যাহা খাওয়া হয়) বা ভোজ্য (সাধারণভাবে ভোজন করা হয় যাহা) প্রভৃতি অল্পই হউক আর নিকৃষ্টই হউক লক্ষ্মীকে প্রদান করা হয়, তাহার ফল বহুগুন হয়। ৫

লক্ষ্মীর পূজা, আরাধনা, ও বন্দনা করিলে লক্ষ্মীসদৃশ হয়। ৬

লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠ দেবতা, লক্ষ্মী সর্বদেবতাস্বরূপিণী, লক্ষ্মী সাক্ষাৎ পার্ব্বতীস্বরূপা, লক্ষ্মী সকলের কারণ। ৭

যাঁহার পূজামাত্রে ত্রৈলোক্যের পূজা হইয়া যায়, সেই মহাদেবী লক্ষ্মী পরা, অপরা ও তৃতীয় পরাপরা-এই তিন মূর্ত্তিতে বিশেষভাবে অবস্থিত। ৮

যে কালে (প্রলয়ে) কিছুই ছিল না, দেবতা, অসুর, সর্প প্রভৃতি ছিল না, ত্রৈলোক্য লীন হইয়া গিয়াছিল তখন সমস্ত জগৎ লক্ষ্মীস্বরূপ ছিল। ৯

সেই লক্ষ্মী ভূ ও ভুবর্লোকের মূর্ত্তিস্বরূপা, তিনি একাই পূজ্যা হন। সেই দেবেশ্বরী লক্ষ্মীকে বিধিপূর্ব্বক নিত্য পূজা করিবে। ১০

সুধী ব্যক্তি লক্ষ্মীর মন্ত্র ১০৮ বার প্রত্যহ জপ করিবেন। ১১

যে মানুষ লক্ষ্মীদেবীর পূজা করে, তাহার উপর অসুর, নাগ, দুষ্টগ্রহ, ভূত, বেতাল, গন্ধর্ব, ডাকিনীগণ, যক্ষ, রাক্ষস, ক্রূর দেবগণ, ভূ, ভুব, ভৈরব, পৃথিবী প্রভৃতি সকল

ক্রূরাশ্চ দেবতাঃ সর্ব্বে ভূর্ভুবশ্চৈব ভৈরবাঃ।
পৃথিব্যাদীনি সর্ব্বাণি ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।। ১৩
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
তে তুষ্টাঃ পরিতুষ্টাশ্চ যস্তু লক্ষ্মীং প্রপূজয়েৎ।। ১৪
কমলাপূজনাচ্চৈব কোটিপূজাফলং লভেৎ।
হন্তি বিঘ্নান্ পূজিতা সা তথা শত্রুং মহোৎকটম্।
ব্যাধয়ঃ সর্বারিষ্টানি পলায়ন্তে ন সংশয়ঃ।। ১৫
গ্রহা যক্ষাঃ ক্ষয়ং যান্তি ভূতবেতালপন্নগাঃ।। ১৬
অসুরা গুহ্যকাঃ প্রেতা যোগিনী গুহ্যডাকিনী।
মহাময়ানি দুর্ভিক্ষমুৎপাতানি সহস্রশঃ।। ১৭
দুঃস্বপ্নমপমৃত্যুশ্চ অন্যে যে যে উপদ্রবাঃ।
কমলাপূজনাদেব ন তস্য প্রভবন্তি চ।। ১৮
অণিমাদিকসিদ্ধীশ্চ পাতালগুটিকাঞ্জনাঃ।
চতুষ্কং দিব্যবেতালমাপ্নুয়াৎ কমলার্চনাৎ।। ১৯

ভূত, চরাচর সহিত ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব-ইহারা সকলে তুষ্ট ও পরিতুষ্ট হন। ১২-১৪

যে লক্ষ্মীর পূজা করে, সে লক্ষ্মীর হইতেই কোটিপূজার ফল লাভ করে, সেই লক্ষ্মী পূজিতা হইলে সমস্ত বিঘ্ন এবং অতি উৎকট শত্রুকে বিনাশ করেন, লক্ষ্মীপূজকের সকল ব্যাধি এবং অমঙ্গল পলাইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৫

লক্ষ্মীর পূজা হইতেই গ্রহ, যক্ষ, ভূত, বেতাল, সর্প, অসুর, গুহ্যক [অপ-দেবতাবিশেষ] প্রেত, যোগিনী, গুহ্যডাকিনী, মহারোগ সকল, সহস্র সহস্র দূর্ভিক্ষ ও উৎপাত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ১৬-১৭

দুঃস্বপ্ন, অপমৃত্যু এবং আরও যে সকল উপদ্রব আছে, সেই সকল উপদ্রব লক্ষ্মীপূজা হইতেই পূজাকারীর নিকট প্রাদুর্ভূত হয় না। ১৮

লক্ষ্মীর পূজা হইতে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, পাতালসিদ্ধি, গুটিকাসিদ্ধি, অঞ্জনসিদ্ধি-এই চারি সিদ্ধি এবং দিব্য বেতালকে প্রাপ্ত হয়। যে সিদ্ধিতে পাতালে প্রবেশ করার ক্ষমতা লাভ হয়, তাহাকে পাতালসিদ্ধি বলে। গুটি চালাইয়া চোর প্রভৃতিকে ধরা বা ঈপ্সিত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হওয়া যে সিদ্ধিতে হয় তাহাকে গুটিকাসিদ্ধি বলে। চক্ষুতে অঞ্জন দিয়া লোকের নিকট অদৃশ্য হওয়া বা রাত্রিতে দিবসের মত দেখিতে পাওয়া, দূরে দেখা ইত্যাদি সিদ্ধিকে অঞ্জনসিদ্ধি বলে। মন্ত্রাদি সাধনের দ্বারা দিব্য [অসাধারণ] বেতালকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার দ্বারা নানাপ্রকার অলৌকিক বা অনেক কিছু জানিতে পারা যায় উহাকে বেতালসিদ্ধি বলে। ১৯

যথা যথা তৎপ্রিয়কৃৎ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
মহাভয়ে সমুৎপন্নে কমলাং যঃ প্রপূজয়েৎ।
তৎক্ষণাল্লভতে মোক্ষং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।। ২০
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
তে তুষ্টাঃ সর্বতুষ্টাশ্চ কমলাং যঃ প্রপূজয়েৎ।
গোহত্যা স্ত্রীবধশ্চৈব সর্বং পাপং প্রণশ্যতি।। ২১
মাতরঃ পিতরশ্চৈব ভ্রাতরশ্চৈব সর্বতঃ।
তে তুষ্টাঃ সর্বতুষ্টাশ্চ কমলাং যঃ প্রপূজয়েৎ।। ২২
ভুক্তি-মুক্তিফলং তেষাং সৌভাগ্যং সর্বসম্পদঃ।
বিষ্ণুলোকে বসেন্নিত্যং ত্রিনেত্রো ভগবানিব ।। ২৩
ষষ্টিকোটি সহস্রাশ্বমেধানাং স ফলং লভেৎ।
প্রতিবর্ষঞ্চ যঃ কুর্যাদ্ভক্ত্যা তু কমলার্চনম্।
বিষ্ণুলোকে বসেন্নিত্যং সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতঃ।। ২৪
যঃ করোতি হি পুণ্যাত্মা দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ।
মনোঽভিলষিতং প্রাপ্য চান্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।। ২৫
যঃ করোতি বিধানেন সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।
ইহ ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান্ দেববৎ প্রিয়দর্শনঃ।
অন্তে দেব্যাস্তু মিলনং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।। ২৬

সাধক যেমন যেমন লক্ষ্মীর প্রিয় কার্য করে, তেমন তেমন সকল সিদ্ধির অধীশ্বর (সমর্থ) হয়। মহাভয় উপস্থিত হইলে যে লক্ষ্মীর পূজা করে, সে তৎক্ষণাৎ সেই ভয় হইতে মুক্ত হয়, ইহা সত্য, সত্য ইহাতে সন্দেহ নাই। ২০

যে লক্ষ্মীর পূজা করে, তাহার প্রতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর সদাশিব ইহাঁরা সন্তুষ্ট হন এবং সকলে সন্তুষ্ট হন, আর গোবধ, স্ত্রীবধ প্রভৃতি সকল পাপ তাহার নষ্ট হয়। ২১

যে লক্ষ্মীর পূজা করে তাহার প্রতি মাতৃগণ, পিতৃগণ, ভ্রাতৃগণ সর্বপ্রকারে সন্তুষ্ট হন এবং সকলে সন্তুষ্ট হয়। ২২

যাহারা লক্ষ্মীর পূজা করে তাহাদের ভোগ, মোক্ষ, সৌভাগ্য ও সকল সম্পদ্ হয় এবং অন্তে ত্রিনেত্র ভগবানের মত বিষ্ণুলোকে নিত্য বাস হয়। ২৩

যে প্রত্যেক বৎসর ভক্তিপূর্বক লক্ষ্মীর পূজা করে সে ষাট্ কোটি হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং অন্তে সকল ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়া নিত্য বিষ্ণুলোকে বাস করে।২৪

যে পুণ্যাত্মা লক্ষ্মী দেবতার প্রীতিপ্রাপ্তির সাধনীভূত কর্ম করে, সে মনের অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া অন্তে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ২৫

যে ব্যক্তি বিধিপূর্বক লক্ষ্মীর পূজা করে, সে সকল কাম্য প্রাপ্ত হয়, ইহ লোকে সর্বপ্রকার ভোগ্য ভোগ করিয়া দেবতার মত সুন্দররূপ বিশিষ্ট হইয়া অন্তে লক্ষ্মীদেবীর সহিত মিলিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৬

মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ তথা।
স্নাত্বাচম্য চ শুদ্ধাত্মা ন্যাসান্ কৃত্বা বিধানতঃ।। ২৭
দীপং সংস্থাপ্য পুরত উত্তরাভিমুখঃ স্থিতঃ।
অথ সাবরণাং দেবীং ধ্যাত্বা বিধিবদর্চয়েৎ।। ২৮
অষ্টোত্তরসহস্রস্তু জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।। ২৯
এবং কৃতে মহালক্ষ্মীঃ প্রীতা ভবতি সর্বদা।
সর্বকামসমৃদ্ধাত্মা সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতঃ।
সর্বলোকৈকসামান্যঃ সঞ্চরেচ্চ যথাসুখম্।। ৩০
বহুনা কিমিহোক্তেন লক্ষ্মীতত্ত্বপরায়ণঃ।
দেব্যর্চকঃ পুমান্ যঃ স্যাৎ স চ সর্বোত্তমোত্তমঃ।। ৩১
ইতি লক্ষ্মীমাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রৈলোক্যমঙ্গলাত্মকং নাম লক্ষ্মীস্তোত্রম্

নমঃ কল্যাণদে দেবি নমোঽস্তু হরিবল্লভে।
নমো ভক্তিপ্রিয়ে দেবি লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তুতে।। ১
নমো মায়াগৃহীতাঙ্গি নমোঽস্তু হরিবল্লভে।
সর্বেশ্বরি নমস্তুভ্যং লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।। ২

মাঘমাসে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিকে স্নান, আচমনপূর্বক শুদ্ধচিত্ত হইয়াবিধিবৎন্যাস সকল করিয়া সম্মুখে প্রদীপ রাখিয়া নিজে উত্তর মুখে অবস্থান করত আবরণ দেবতার সহিত লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান করিয়া বিধিপূর্বক পূজা করিবে। অনন্যচিত্ত হইয়া এক হাজার আট বার লক্ষ্মীমন্ত্র জপ করিবে। ২৭-২৯

এইরূপ করিলে (পূর্বোক্তরূপে পূজাজপ করিলে) মহালক্ষ্মী সাধকের উপর সর্বদা প্রীত হন, সেই সাধক (পূজক) সকল কামনা প্রাপ্ত হয়, সকল ঐশ্বর্য সমন্বিত হয়, সমস্ত লোকে অসামান্য হইয়া ইচ্ছামত সুখে বিচরণ করে। ৩০

আর বেশী বলিয়া কাজ কি? যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর তত্ত্বপরায়ণ হইয়া লক্ষ্মীর পূজক হয়, সে সকল উত্তমেরও উত্তম হয়। ৩১

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীগ্রন্থে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রৈলোক্যমঙ্গল লক্ষ্মীস্তোত্র

হে কল্যাণদায়িনি হরিপ্রিয়ে দেবি! তোমাকে নমস্কার, হে ভক্তিপ্রিয়ে দেবি! তোমাকে নমস্কার, হে লক্ষ্মীদেবি তোমায় নমস্কার। ১

হে হরিপ্রিয়ে! তোমায় নমস্কার, তুমি মায়ার দ্বারা (অঙ্গগ্রহণ) শরীর ধারণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে সর্বেশ্বরি তোমায় নমস্কার, হে লক্ষ্মীদেবি! তোমায় নমস্কার। ২

মহামায়ে বিষ্ণুধর্মপত্নীরূপে হরিপ্রিয়ে।
বাঞ্ছাদাত্রি সুরেশানি লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।। ৩
উদ্যদ্ভানুসহস্রাভে নয়নত্রয়ভূষিতে।
রত্নাধারে সুরেশানি লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে। ৪
বিচিত্রবসনে দেবি ভবদুঃখবিনাশিনি।
কুচভারনতে দেবি লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।। ৫
সাধকাভীষ্টদে দেবি অন্নদানরতেঽনঘে।
বিষ্ণবানন্দপ্রদে মাতর্লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।। ৬
ষট্ কোণপদ্মমধ্যস্থে ষড়ঙ্গ যুবতী-ময়ে।
ব্রহ্মাণ্যাদিস্বরূপে চ লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।। ৭
দেবি ত্বং চন্দ্রবদনে সর্বসাম্রাজ্যাদায়িনী।
সর্বানন্দকরে দেবি লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।। ৮
পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু স্তোত্রমেতৎ সমাহিতঃ।
তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।। ৯
প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্তু মন্ত্রপূজাপুরঃসরম্।
তস্য চান্নসমৃদ্ধিঃ স্যাদ্বর্দ্ধমানো দিনে দিনে।। ১০

হে মহামায়ে, বিষ্ণুর ধর্মপত্নীস্বরূপিণি, হরিপ্রিয়ে, সাধকের বাঞ্ছাদানকারিণি, দেবগণের নিয়ন্ত্রণকারিণি, লক্ষ্মীদেবি। তোমায় নমস্কার। ৩

উদীয়মান সহস্র সূর্যের দীপ্তি সদৃশ দীপ্তিযুক্তা, ত্রিনয়নভূষিতা, রত্নের আধার, দেবগণের নিয়ন্ত্রণকারিণি হে লক্ষ্মীদেবি! তোমাকে নমস্কার। ৪

বিচিত্র বস্ত্রপরিহিতে দেবি, সংসার-দুঃখনাস-কারিণি, স্তনভারে নত, হে লক্ষ্মীদেবি তোমায় নমস্কার। ৫

সাধকের অভীষ্টপ্রদানকারিণি, অন্নদানে রত, নিষ্পাপ, বিষ্ণুকে আনন্দ প্রদানকারিণি, হে মাতঃ লক্ষ্মীদেবি! তোমায় নমস্কার। ৬

হে দেবি! তুমি ষট্‌কোন যন্ত্রমধ্যস্থিত পদ্মের মধ্যে স্থিত, ষড়ঙ্গযুবতী দ্বারা পরিবেষ্টিত (হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্রত্রয়, অস্ত্র-এই ছয় অঙ্গাধিষ্ঠাত্রী ছয় জন যুবতী দ্বারা পরিবেষ্টিত) ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি অষ্ট বা নবশক্তি স্বরূপিণী, হে লক্ষ্মীদেবি! তোমায় নমস্কার। ৭

হে দেবি! তোমার বদন চন্দ্রতুল্য, তুমি সমস্ত সাম্রাজ্য দানকারিণী, তুমি সকল আনন্দ দান করিয়া থাক, হে লক্ষ্মীদেবি! তোমায় নমস্কার। ৮

যে একাগ্রচিত্ত হইয়া পূজার সময় এই স্তোত্র পাঠ করে তাহার গৃহে লক্ষ্মীস্থির হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৯

যেব্যক্তি প্রাতঃকালে লক্ষ্মীর পূজা ও মন্ত্র জপপূর্বক এই স্তোত্র পাঠ করে তাহার অন্নসমৃদ্ধি হয়, সে দিন দিন বৃদ্ধি (সম্পত্তিবৃদ্ধি) প্রাপ্ত হয়। ১০

যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন।
প্রকাশাৎ কার্যহানিঃ স্যাৎ তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ।। ১১
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম স্তোত্রমেতৎ প্রকীর্তিতম্।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপঞ্চ মহৈশ্বর্যপ্রদায়কম্।। ১২
পঠনাদ্ধারণান্মর্ত্য-স্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্যবান্ ভবেৎ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্দেবাঃ সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নুয়াঃ।। ১৩
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ধারণাৎ পঠনাদ্ যতঃ।
সৃজত্যবতি হরতি কল্পে কল্পে পৃথক্ পৃথক্ ।। ১৪
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দেব্যৈ মূলেনৈব পঠেত্ততঃ।
যুগকালকৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।। ১৫
প্রীতিমন্যোহন্যতঃ কৃত্বা কমলা নিশ্চলা গৃহে।
বাণী বক্ত্রে বসেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।। ১৬
ভূর্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোহপি সর্বতপোময়ঃ।। ১৮
ব্রাহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্‌গাত্রং প্রাপ্য পার্ব্বতি।
মাল্যানি কৌসুমান্যেব ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।। ১৯

যাকে তাকে এই স্তোত্র দিবে না, কখনও প্রকাশ করিবে না। প্রকাশ করিলে কার্যহানি হয়, সেইহেতু যত্নপূর্বক ইহা গোপনে রাখিবে। ১১

ত্রৈলোক্য মঙ্গল নামক এই লক্ষ্মীস্তোত্রের কীর্তন করা হইল। ইহা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ এবং মহা ঐশ্বর্যপ্রদায়ক। ১২

মানুষ এই স্তোত্রের পাঠ ও লিখিয়া অঙ্গে ধারণ করিলে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্যবান্ হয়। দেবতারা যে স্তোত্র ধারণ করিয়া পাঠ করার ফলে সকল ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত হন। ১৩

যে স্তোত্রের ধারণ ও পাঠহেতু প্রতিকল্পে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণু পালন ও রুদ্র সংহার করেন। ১৪

লক্ষ্মীদেবীর মূলমন্ত্রে তাঁহাকে (লক্ষ্মীকে) আটবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তার পর যদি এই স্তোত্র পাঠ কেহ করে, তাহা হইলে সে এক যুগকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। ১৫

এই লক্ষ্মীস্তোত্রের পাঠ করিলে, যিনি ইহা পাঠ করেন তাঁহার উপর লক্ষ্মী ও সরস্বতী পরস্পর প্রীতি করিয়া লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে নিশ্চলা হইয়া থাকেন, আর সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠে বাস করেন, ইহা সত্য সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৭

এই স্তোত্র ভূর্জপত্রে লিখিয়া সোনার তাবিজে পুরিয়া যদি কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে, তাহা হইলে সেই ধারণকারীও সমস্ত তপস্যার ফল প্রাপ্ত হয়। ১৮

হে পার্ব্বতি! এই স্তোত্র তাবিজে ধারণকারী ব্যক্তির শরীরকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্ম প্রভৃতি অস্ত্র এবং শস্ত্রসকল ফুলের মালার মত হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৯

অস্যাপি পঠনাৎ সদ্যঃ কুবেরোঽপি ধনাধিপঃ।
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবা ধারণাৎ পঠনাদ্ যতঃ।।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরাঃ সন্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্যমবাপ্নুয়ুঃ।। ২০
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দেব্যৈ মূলেনৈব সকৃৎ পঠেৎ।
সংবৎসরকৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।। ২১
যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্যমঙ্গলং ত্বিদম্।
স্তোত্রন্তু পরমং পূণ্যং সোঽপি পূণ্যবতাং বরঃ।।
সর্ব্বৈশ্বর্যযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।। ২২
পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা।
বহুপুত্রবতী ভূত্বা বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্।। ২৩
ব্রাহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি নৈব কৃন্তন্তি তং জনম্।
পঠেদ্বা ধারয়েদ্বাপি যো নরো ভক্তিতৎপরঃ।। ২৪
এতত্তু স্তোত্রমজ্ঞাত্বা যোঽর্চয়েজ্জগদীশ্বরীম্।
দারিদ্র্যং পরমং প্রাপ্য সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ।। ২৫
যঃ পঠেৎ পাতরুত্থায় সর্ব্বতীর্থফলং ভবেৎ।
যঃ পঠেদুভয়োঃ সন্ধ্যোস্তস্য বিঘ্নো ন বিদ্যতে।। ২৬

কুবের এই স্তোত্রের পাঠ করিয়া সদ্য ধনের অধিপতি হইয়াছে। যেহেতু ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতা এই স্তোত্রের পাঠ ও ধারণের ফলে সকলসিদ্ধির ঈশ্বর হইয়া সকল ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। ২০

লক্ষ্মীদেবীকে মূলমন্ত্রে আটবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যদি এই স্তোত্র একবার পাঠ করা হয়, তাহা হইলে একবৎসর ধরিয়া পূজার যে ফল, সেই ফল পাওয়া যায়। ২১

যে পুণ্যাত্মা এই পরম পূণ্য ত্রৈলোক্য-মঙ্গল স্তোত্র ধারণ করে, সেও পুণ্যবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া সকল ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্য-বিজয়ী হয়।

পুরুষ ইহাকে দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে ত্রৈলোক্য-বিজয়ী হয়, স্ত্রীলোক বাম বাহুতে ধারণ করিলে বহুপুত্রবতী হইয়া ঐশ্বর্যযুক্তা হয়, বন্ধ্যা ইহা ধারণ করিয়া পুত্র লাভ করে। ২২-২৩

যে মানুষ ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করে বা শরীরে ধারণ করে, ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রভৃতি তাহাকে ছেদন করে না। ২৪

এই স্তোত্র না জানিয়া যে জগদীশ্বরী লক্ষ্মীর পুজা করে, সে পরম দরিদ্র প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ২৫

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সকলতীর্থের ফল লাভ হয়। আর যে উভয় সন্ধ্যায় (প্রাতঃও সায়ং) ইহা পাঠ করে তাহার কোন বিঘ্ন থাকে না। ২৬

ধারয়েদ্ যঃ স্বদেহে তু তস্য বিঘ্নং (বিঘ্নো) ন কুত্রচিৎ।
ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে।। ২৭
রণে চ রাজদ্বারে চ সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
সর্ব্বত্র পূজামাপ্নোতি দেবী পুত্র ইহ ক্ষিতৌ।। ২৮
এতৎ স্তোত্রং মহাপুণ্যং ধর্মকামার্থসিদ্ধিদম্।
যত্র তত্র ন বক্তব্যং গোপিতব্যং প্রযত্নতঃ।। ২৯
গোপিতং সর্বতন্ত্রেষু সারাৎসারং প্রকীর্তিতম্।
সর্ব্বত্র সুলভা বিদ্যা স্তোত্রমেতৎ সুদুর্লভম্।। ৩০
শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি।
নূনাঙ্গে অতিরিক্তাঙ্গে ক্রূরে মিথ্যাভিভাষিণে।
ন স্তবং দর্শয়েদ্দিব্যং পরমং সূরদূর্লভম্।। ৩১
যত্র তত্র ন বক্তব্যং ময়া তু পরিভাষিতম্।
দত্ত্বা তেভ্যো মহেশানি নশ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ক্রমাৎ।। ৩২
মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখা যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্।
অশুভঞ্চ ভবেত্তস্য তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ।। ৩৩

যে ইহা নিজদেহে ধারণ করে তাহার কোথায়ও বিঘ্ন হয় না, ভূতপ্রেত পিশাচ হইতে তাহার ভয় হয় না। ২৭

যে এই স্তোত্র নিজদেহে ধারণ করে সে যুদ্ধে, রাজদ্বারে, সর্ব্বত্র বিজয়ী হয় ও পৃথিবীতে সর্ব্বত্র দেবীপুত্রের মত পূজা প্রাপ্ত হয়। ২৮

এই স্তোত্র অতিশয় পুণ্যজনক, ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও জ্ঞানপ্রদ, যেখানে সেখানে ইহা বলিবে না, যত্নপূর্বক ইহা গোপন করিবে। ২৯

এই স্তোত্র সকলতন্ত্রে গোপনে রাখা হইয়াছে, ইহা সার হইতেও সারএইরূপ কথিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র বিদ্যা সুলভ, কিন্তু এই স্তোত্র অতিশয় দুর্লভ। ৩০

শঠ, ভক্তিহীন, নিন্দক, যাহার অঙ্গ ন্যূন (কম), যাহার অধিক অঙ্গ, নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদী, এই সকল লোকের নিকট হে মহেশ্বরি! এই দেবদূর্লভ পরম দিব্য স্তোত্র প্রকাশিত করিবে না। ৩১

ইহা যেখানে সেখানে বলিবে না, আমি ইহা বলিলাম। হে মহেশ্বরি! অযোগ্য পাত্রকে এই স্তোত্র প্রদান করিলে ক্রমে সিদ্ধিসকল নষ্ট হইয়া যায়। যে প্রদান করে তাহার সিদ্ধি নষ্ট হয়। ৩২

যে ব্যক্তি অযোগ্য পাত্রের নিকট এই স্তব প্রকাশ করে, মন্ত্রসকল সুদারুণ শাপ দিয়া তাহার নিকট হইতে বিমূখ হইয়া যায় এবং তাহার অশুভ হয়, সুতরাং ইহা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিবে। ৩৩

গোরোচনাকুঙ্কুমেন ভূর্জপত্রে মহেশ্বরি।
লিখিত্বা শুভযোগে চ ব্রহ্মেন্দ্রো বৈধৃতৌ যথা।
সর্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।। ৩৪
কুমারীং পূজয়িত্বা তু দেবীসূক্তং নিবেদ্য চ।
পঠিত্বা ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ ধনবান্ বেদপারগান্।। ৩৫
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য দুঃখশোকভয়ং ভবেৎ।
বাদী মূকো ভবেদ্ দৃষ্টবা রাজা চ সেবকায়তে।। ৩৬
মাসমেকং পঠেদ্ যস্তু প্রত্যহং নিয়তঃ শুচিঃ।
দিবা ভবেদ্ধবিষ্যাশী রাত্রৌ ভক্তিপরায়ণঃ।
গোরোচনাকুঙ্কুমেন ভূর্জপত্রে মহেশ্বরি।
তস্য সর্বার্থসিদ্ধিঃস্যাৎ সত্যং সত্যং মহেশ্বরি ।। ৩৭
ষট্সহস্রপ্রমাণেন প্রত্যহং প্রজাপেৎ সদা।
ষণ্মাসৈর্বা ত্রিভির্মাসৈঃ খেচরো ভবতি ধ্রুবম্।। ৩৮
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনবান্ ভবেৎ।
অরোগী বলবাংস্তস্য রাজা চ দাসতামিয়াৎ।। ৩৯
য এবং কুরুতে ধীমান্ স এব কমলাপতিঃ।
স এব শ্রীমহাদেবস্তস্য পত্নী হরিপ্রিয়া।। ৪০

হে মহেশ্বরি! ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র বৈধৃতি নামক যোগে যেমন ইহা ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি গোরোচনা ও কুঙ্কুমের দ্বারা ভূর্জপত্রে এই স্তোত্র লিখিয়া শুভযোগে ইহা ধারণ করে, সে সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা সত্য সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই ২৭টি জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত যোগের মধ্যে বৈধৃতিটি সপ্তবিংশ যোগ। ৩৪

কুমারী পূজা করিয়া দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া পরে এই লক্ষ্মীস্তোত্র পাঠপূর্বকবেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহাতে যে উহা অনুষ্ঠান করে সে ধনবান হয়, আর তাহার মনস্তাপ, রোগ, দুঃখ শোক, ভয় হয় না। তাহাকে দেখিয়া বাদী মূক (বোবা) হইয়া যায়, রাজা তাহার নিকট সেবকের মত আচরণ করে। ৩৫-৩৬

যে ব্যক্তি একমাস শুদ্ধ, সংযত ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্বক দিবা ও রাত্রিতে প্রত্যহ এই স্তোত্র (দিবাতে ও রাত্রিতে) পাঠ করে, তাহার সকল পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়।
হে মহেশ্বরি! ইহা-সত্য সত্য। ৩৭

যে ব্যক্তি ছয় মাস বা তিন মাস প্রত্যহ এই স্তোত্র ছয় হাজার বার জপ করে, সে খেচরীসিদ্ধি লাভ করে, ইহা নিশ্চিত। ৩৮

পূর্বোক্তরূপে যে প্রত্যহ ছয় হাজার বার এই স্তোত্র পাঠ করে, সে অপুত্রক হইলে পুত্রলাভ করে , ধনহীন ধনবান্ হয়, অরোগ ও বলবান্ হয়; রাজা তাহার দাস হয়। ৩৯

এইরূপ ছয় হাজার বার যে জপ করে, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লক্ষ্মীপতিসদৃশ হয়, সে মহাদেব-সদৃশ হয়, তাহার পত্নী হরির প্রিয় হয়। ৪০

বহুনা কিমিহোক্তেন স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ।
ধর্মার্থকামমোক্ষঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৪১
ইতি তে কথিতং দেবি ত্রৈলোক্যমঙ্গলাভিধম্।
লক্ষ্মীস্তোত্রং মহাপুণ্যং সংসারার্ণবতারকম্।। ৪২
ঋজবে সুচরিত্রায় বিষ্ণুভক্তিপরায় চ।
দাতব্যঞ্চ প্রযত্নেন পরমং গোপনং ত্বিদম্।। ৪৩

ইতি শঙ্করভাষিতং ত্রৈলোক্যমঙ্গল-নামক-লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ব্রজবিহারঃ

কস্ত্বং স্বত্র বলানুজস্ত্বমিহ কিং মন্মন্দিরাশঙ্কয়া,
বুদ্ধং তন্নবনীতকুম্ভবিবরে হস্তং কথং ন্যস্যসি।
কর্তুং তত্র পিপীলিকাপণয়নং সুপ্তাঃ কিমুদ্বোধিতা,
বালা বৎসগতিং বিবেক্তুমিতি সংজল্পন্ হরিঃ পাতু বঃ।। ১

এখানে আর বেশী বলিয়া কাজ কি, এই স্তবের প্রভাবে সাধক ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষলাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪১

হে দেবি! এইভাবে তোমাকে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধারক, ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক, মহাপুণ্য এই লক্ষ্মীস্তোত্র বলিলাম। ৪২

সরল, সচ্চরিত্র ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে যত্নপূর্বক এই স্তোত্র প্রদান করিবে (বলিবে), ইহা কিন্তু অতিশয় গোপনীয়। ৪৩

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়

ব্রজবিহার

শ্রীকৃষ্ণ কোন সময়ে মাখন চুরি করিবার জন্য কোন গোপীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময় গোপী জাগিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন -''কে তুমি এখানে?'' ইহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন-''আমি বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা'' তখন গোপী বলিলেন- ''তুমি এখানে কেন?'' কৃষ্ণ উত্তর করিলেন- ''আমি আমার নিজের ঘর বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।'' গোপী জিজ্ঞাসা করিলেন— ''মাখনের ভাঁড়ের মধ্যে হাত ঢুকাইয়াছ কেন?'' কৃষ্ণ উত্তর করিলেন-ভাঁড়ের মধ্যে পিঁপড়েগুলো সরাইয়া দিবার জন্য হাত ঢুকাইয়াছি।'' গোপী বলিলেন''এখানে বালকগুলো ঘুমাচ্ছিল, তাদের জাগালে কেন?'' কৃষ্ণ উত্তর দিলেন''বাছুরগুলো কতদূর গেল, জানবার জন্য বালকদের জাগাইয়াছি'' এইভাবে গোপীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া ছিলেন যে হরি তিনি তোমাদের রক্ষা করুন

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীবগভীরনীরা,
বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং
যন্মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ।। ২
শ্রী শ্রীকৃষ্ণো জয়তি জগতাং জন্মদাতা চ পাতা,
হর্তা চান্তে হরতি ভজতাং যশ্চ সংসারভীতিম্।
রাধানাথঃ সজলজলদশ্যামলঃ পীতবাসা
বৃন্দারণ্যে বিহরতি সদা সচ্চিদানন্দরূপঃ।। ৩
জ্যোতীরূপং পরমপুরুষং নির্গুণং নিত্যমেকং
নিত্যানন্দ্যং নিখিল জগতামীশ্বরং বিশ্ববীজম্।
গোলোকেশং দ্বিভুজমুরলীধারিণং রাধিকেশং
বন্দে বৃন্দারকবিধিহরিহরব্রাতবন্দ্যাঙ্ঘ্রি পদ্মম্।। ৪
যেষাং শ্রীমদ্ যশোদাসুতপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং,
যেষামাভীরকন্যাপ্রিয়গুণকথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলাললিতগুণ কথাসাদরৌ নৈব কর্ণৌ,
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি নিতরাং কীর্তনস্থো মৃদঙ্গঃ।। ৫

কৃষ্ণ গোপীগণকে নৌকায় যমুনা পার করাইতেছিলেন, সেই সময় গোপীগণ বলিতেছেন নৌকাটি জীর্ণ অথচ নদীটি অতিশয় গভীর দলযুক্ত, আর আমরা সকলে স্ত্রীলোক, সবই অনিষ্টের কারণ দেখিয়াছি। তবে কেবল এইটুকুই নিস্তারের হেতু দেখিতেছি যে, হে মাধব! তুমি সম্প্রতি আমাদের কৃশোদরীদের কর্ণধার হইয়াছ। এই শ্লোকে শ্লেষালঙ্কার আছে। এইজন্য আর একটি অর্থ-"ভয়ঙ্কর সংসার নদী, শরীররূপ নৌকা ক্ষণস্থায়ী, যৌবন অনর্থককারক এই সকলের মধ্যে ভগবান্ কৃষ্ণই কর্ণধাররূপে অনর্থনিবৃত্তির হেতু ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। ২

যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগতের জন্মদাতা, পালনকর্ত্তা, শেষে সংহারকর্তা, যাঁহারা কৃষ্ণের ভজনা করেন, তিনি (কৃষ্ণ) তাঁহাদের সংসারভয় দুর করেন; যিনি রাধানাথ, জলভরা মেঘের মত যিনি শ্যামবর্ণ,পীতবস্ত্রধারী, বৃন্দাবনে সর্বদা বিহার করেন, যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়লাভ করেন অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষাতিশায়ী হন ৩

যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, পরমপুরুষ, নির্গুণ, এক (অদ্বিতীয়) নিত্য, নিত্য আনন্দস্বরূপ, সমস্ত জগতের ঈশ্বর, বিশ্বের আদিকারণ, গোলোকের অধিপতি, দ্বিভূজ, মুরলীধারী, দেবতাগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলে যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন, সেই রাধিকেশকে (কৃষ্ণকে) বন্দনা করি। ৪

যে সকল মানুষের শ্রীমদ্‌যশোদানন্দন কৃষ্ণের পাদপদ্মে ভক্তি নাই, যাহাদের জিহ্বা

বৃন্দাবনে বৃক্ষলতাপ্রতানৈ-র্বৃন্দাবনেশস্য বিহারহেতোঃ।
পুরা বিধাত্রা রচিতান্ সুকুঞ্জা, ঞ্জগাম কৃষ্ণঃ সহ রাধয়া সঃ।। ৬
নবীনমেঘোপমনীলদেহঃ, সুপীতপট্টাম্বরযুগ্মধারী।
স্মিতাননঃ কুণ্ডলবান্ কিরীটী, বংশীধরো মালতিমাল্যধারী।। ৭
গোপীজনানন্দকরো মুরারি, র্বৃন্দাবনেন্দ্রো বনমাল্যশোভী।
বংশীনিনাদেন ব্রজাঙ্গনানাং, মনাংসি সম্মোহিতবান্ স কামী।। ৮
গোপীজনা যমিহ কামদৃশা ভজন্তে,
যং ভক্তিভাজ ইহ কেবলভক্তিভাবৈঃ।
যং যোগিনো হৃদি ধিযা পরিচিন্তয়ন্তি,
তং কেবলং কমললোচনমাশ্রয়েহহম্।। ৯
বনে বনে কুঞ্জবনে মুরারিঃ, পরিভ্রমণ্ ভ্রাজতি রাধিকা চ।
সহৈব কুঞ্জে রমতে চ রাধয়া, পায়াদপায়াদিহ কৃষ্ণ একঃ।। ১০

গোপকন্যার প্রিয়ের (শ্রীকৃষ্ণের) গুণকথনে অনুরক্ত নয়, যাহাদের কর্ণদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলাগুণকথা শুনিতে আদরযুক্ত নয়, কীর্তনস্থিত মৃদঙ্গ (খোল) বলে, তাদের ধীক্, তাদের ধিক্, ইহাদিগকে ধিক্-ইহাই অতিশয় বলিয়া থাকে, অর্থাৎ মৃদঙ্গের ধিকতান ধিক্তান্ ইত্যাদি শব্দ যেন কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তির নিন্দা করে। ৫

পূর্বে বিধাতা (ব্রহ্মা) বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বিহারের জন্য বৃন্দাবনে বৃক্ষলতাদি দ্বারা উত্তম কুঞ্জ (লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত মধ্যে শূন্যস্থান) রচনা করিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণ, সেই সব কুঞ্জে রাধার সহিত বিহার করিতেন (বিহার করেন)। ৬

শ্রীকৃষ্ণের শরীর নূতন মেঘসদৃশ শ্যাম, তিনি অতিশয় পীতবর্ণের দুইটি পট্টবস্ত্র ধারণ করেন (পরিধান বস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র) তাঁহার বদন ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, কর্ণে কুণ্ডল আছে, মস্তকে মুকুট, হস্তে বংশীধারণ করেন, গলদেশে মালতীপুষ্পের মাল্য ধারণ করেন। ৭

গোপীগণের আনন্দকারী, বৃন্দাবনের অধিপতি, বনমালায় শোভিত, সেই কামী, মুরারি বংশীর শব্দে ব্রজস্ত্রীগণের মন সম্মোহিত করিয়াছিলেন। ৮

গোপীগণ এখানে (বৃন্দাবনে) যাঁহাকে কামদৃষ্টিতে (মধুরভাবে) ভজনা করেন, ভক্তিমান্‌গণ যাহাকে মনুষ্যলোকে কেবল ভক্তিভাবে ভজনা করেন যোগিগণ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যাঁহাকে হৃদয়ে চিন্তা করেন, আমি কেবল সেই কমলনয়নকে আশ্রয় (শরণ) করি। ৯

বৃন্দাবনের বনে বনে ও কুঞ্জবনে কুঞ্জবনে ভ্রমণ করত মুরারি এবং রাধিকা দীপ্তিমান্ হন, রাধিকার সহিত কুঞ্জে রত থাকেন সেই এক কৃষ্ণ এই সংসারে বিপদ্ হইতে রক্ষা করুণ। ১০

বৃন্দারণ্যে বিহরতি সদা বাসুদেবো দয়ালু-
গোপস্ত্রীভিঃ স্মরশতশরৈর্ভিন্নহৃৎকামুকাভিঃ।
গোপৈর্বালৈরপি সহচরৈঃ সার্ধমানন্দযুক্তৈ-
র্যোঽসৌ কৃষ্ণঃ পরমকরুণস্তং সদা চিন্তয়েঽহম্।। ১১

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যাং ব্রজবিহার সমাপ্তঃ।।

বৃন্দাবনে দয়ালু বাসুদেব, মদনের শত শরে বিদীর্ণ হৃদয় কামুক গোপস্ত্রীগণের সহিত সর্বদা বিহার করেন এবং সহচর, আনন্দযুক্ত, গোপ বালকগণের সহিত বিচরণ করেন সেই যে পরম কারুণিক কৃষ্ণ, তাঁহাকে আমি সর্বদা চিন্তা করি। ১১

ইতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীগ্রন্থে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

।। গ্রন্থ সমাপ্ত।।

নবভারত প্রকাশিত তন্ত্র এবং পুরাণগ্রন্থমালা

বৃহৎ তন্ত্রসার, ইন্দ্রজালাদি সংগ্রহ, রুদ্রযামলম্,
প্রাণতোষিণীতন্ত্র, পূজা-প্রদীপ,
সাধন-প্রদীপ, পুরশ্চরণ-প্রদীপ,
গীতা-প্রদীপ, সন্ধ্যা প্রদীপ,
তারাতন্ত্রম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র,
সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুট,
পরশুরাম কল্পসূত্র, তারারহস্য,
নীলতন্ত্র, নিরুত্তরতন্ত্র,
অন্নদাকল্প, মাতৃকাভেদতন্ত্র,
কঙ্কাল-মালিনীতন্ত্র,
নিত্যোৎসব, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র,
শারদাতিলক, নিত্যোষোড়-শিকার্ণব, যোগিনী হৃদয়,
বগলামুখীতন্ত্র,

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত,
শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা,

সহাস্য বিবেকানন্দ,
স্বামী বিবেকানন্দ,
আনন্দ লহরী, শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী, দত্তাত্রেয়তন্ত্রম,
গৌতমীয় তন্ত্রম, যোগিনীতন্ত্রম্,
শ্যামারহস্যম, আগম তত্ত্ব বিলাস,
তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি ও রহস্য পূজা পদ্ধতি,
পুরশ্চরনোল্লাস, শ্রীশ্রী দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রহস্য,তন্ত্র সংগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব-বিচার,
কল্কিপুরাণম্, তন্ত্র আলোকের দুই বাংলার সতীপিঠ,
বশীকরণ তন্ত্র, পুঃশ্চরণরত্নাকর।
কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ,
শিব পুরাণ, সাম্ব পুরাণ,
দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ,

বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ,
গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ,
কূর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ,
বায়ু পুরাণ, বামন পুরাণ,
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ,
বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ,
শ্রী মহাভাগবত পুরাণ,
পদ্ম পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (ভূমি খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (পাতাল খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগ সার),
পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড),
ভবিষ্য পুরাণ, সৌর পুরাণ,
স্কন্দ পুরাণ ১ম (মহেশ্বর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ২য় (বিষ্ণু খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৩য় (ব্রহ্ম খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৪র্থ (কাশী খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৫ম (আরণ্য খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৬ষ্ঠ (নাগর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৭ম (প্রভাস খণ্ড),

বিস্মৃত অতীতের সন্ধানে ফিরে দেখা
হিমাদ্রি নন্দন সিংহ

মায়াতন্ত্রম, যোনীতন্ত্রম,
ত্রিয়োতিশ তন্ত্রম, কামধেনু তন্ত্রম,
কঙ্কালমালিনী, ভূতডামঃ তন্ত্রম,
নীলতন্ত্রম
সর্ব্ব-দেবদেবীর মন্ত্রকোষ
শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা
মাতৃকাভেদতন্ত্রম্ ,সংশয় নিরাস
দত্তাত্রেয় তন্ত্রম্ ,মহাবিদ্যানতন্ত্রম্ (তারাখণ্ডম্) ,নিগম তত্ত্বসার তন্ত্রম,
জগদ্ধাত্রী তত্ত্বম।

মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র